# মান-মিলন

## ( ব্রজলীলা )

শ্রীরাধিকামোহন আঢ্য
প্রণীত

কবি—শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ
লিখিত ভূমিকা

১ম সংস্করণ

প্রকাশক
শ্রীসুধেন্দ্রমোহন আঢ্য এণ্ড ব্রাদার্স
কাহেতটুলী, ঢাকা।

সন ১৩৩৪।

 [ মূল্য ছয় আনা মাত্র ]

ঢাকা—নবাবপুর, নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে
শ্রীরাধাবল্লভ বসাকদ্বারা মুদ্রিত।

# উৎসর্গ

আমার অনুপযুক্তহস্তের এই ক্ষুদ্রতম অর্ঘ্য

আমার পরমারাধ্যপদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের

শ্রীচরণকমলে

ভক্তিসহকারে

সমর্পিত

হইল

# আদর্শ হার

ক্ষি-তি মাঝে ব্রজপুর, বয় বায়ু সুমধু-র,
❋ যমুনা বহিছে মনোসুখে ; ❋
তী-রেতে কদম্বশাখা, তার তলে শ্যাম বাঁ-কা,
❋ দাঁড়াইয়া আছে হাসি মুখে। ❋
ন-ব নব রস আদি, ভুলিবারে বাঁশী সা-ধি,
❋ করে শ্যাম রাধা নাম গান ; ❋
তো-ষামুদে কোকিলেরা, চারিদিকে হ'য়ে ঘে-রা,
❋ কুহু রবে ধরে ধুয়া টান। ❋
মা-ন দায় দিতে শোধ, নাহি করে লজ্জা বো-ধ,
❋ "বউ কথা কও" সাধে পাখী ; ❋
কে-করে পতির আশা, কৃষ্ণে যার ভালবা-সা,
❋ গোপী ধায় গৃহকর্ম্ম রাখি'। ❋
আ-বেশে সকলে চলে, আকর্ষণী মন্ত্র ব-লে,
❋ বংশীরবে হ'য়ে জ্ঞানহারা ; ❋
মি-শাইয়া অনুরাগ, ত্বরিতে পাইতে লা-গা,
❋ ছুটে যেন পাগলের পারা। ❋
দি-গ্বিদিক জ্ঞান আর, নাহি রহে শ্রীরাধা-র,
❋ সখীগণ সহ ঊর্দ্ধশ্বাসে ; ❋
লু-কাইয়া চুপচাপ, ছুটিছে জুড়াতে তা-প,
❋ কুসুমেরা চেয়ে চেয়ে হাসে। ❋
এ-ত বিচ্ছেদের পর, পেয়ে সেই বংশীধ-র,
❋ ভাসে সবে সুখের সাগরে ; ❋
ই-চ্ছামত যার যেবা, করে সবে শ্যাম সে-বা,
❋ হা-সিয়া র-হস্য § এ-বে ক-রে। ❋

❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋

শ্রীরাধিকামোহন আঢ্য

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

# নিবেদন

বহু বৎসর হইল একদিন রাত্রে বাটীতে যাইবার সময় হঠাৎ মনে কয়েকটি কবিতার উদয় হইল। বাটীতে যাইয়াই উহা এক টুকরা কাগজে লিখিয়া রাখিলাম। সে অবধি ঐ কবিতাটির কলেবর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় কয়েক বৎসরের চেষ্টায় উহা একটি পুস্তকাকারে লিখিয়া রাখিলাম। আমি সেকেলে লোক কাজেই আমার কবিতাগুলি ও কোনো কোনো স্থানে সেকেলে ছন্দে লিখিত হইয়াছিল। সেজন্য উহা বর্ত্তমান বঙ্গ-কাব্যকুঞ্জে স্থান পাইবার কখনও যোগ্য হইবে না বিবেচনায় আমি গ্রন্থখানি গোপনেই রাখিয়াছিলাম। আমি যখন কার্য্যোপলক্ষে নারায়ণগঞ্জে বাস করিতাম তখন আমার সতীর্থ সুকবি শ্রীযুক্ত কিরণ চাঁদ দরবেশ মহাশয় তথায় আসিয়াছিলেন। তিনি আমার এই কবিতাগুলি পাঠ করিয়া উহা ছাপাইতে বলেন এবং আধুনিক কবিতা লিখিবার ধরণ বলিয়া দেন। তাঁহার উপদেশানুসারে উহা পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখাইয়াছিলাম। তিনি স্থানে স্থানে জহুরীর মতই উহা পালিস করিয়া ও ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াই আমি সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইতে সাহস করিয়াছি। এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে যদি কেহ সন্তুষ্ট হন তবেই সমস্ত শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব; অন্যথায় তাঁহারা দরবেশ মহাশয়ের সহিত বুঝা পড়া করিয়া লইবেন।

আর এক কথা, আমার কনিষ্ঠ পুত্র ৺ক্ষিতীন্দ্রমোহন আঢ্য আমার রচিত "আদর্শ হার" ছড়াটি বড় ভালবাসিত কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার জীবদ্দশায় উহা রীতিমত আকারে তাহাকে দেখাইতে পারি নাই। অল্পদিন হইল সে এই অসার জ্বালাময় সংসার ত্যাগ করিয়া শান্তিধামে, শ্রীশ্রীসদাপ্রভুর শ্রীচরণে শরণ লইয়াছে। আমিও তাহার প্রীত্যর্থে তাহার প্রিয় বস্তু ঐ হার ছড়াটি তাহার নামে পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীসদাপ্রভুর শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। ইতি—

ঢাকা কাহেতটুলী<br>
শ্রীশ্রীঝুলন পূর্ণিমা<br>
৬ই ভাদ্র ১৩৩৩ সন<br>
সোমবার<br>
ইং ২৩শে আগষ্ট, ১৯২৬।

নিবেদক—

শ্রীরাধিকামোহন আঢ্য

# ভূমিকা

আমার সতীর্থ শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন আঢ্য মহাশয় লিখিত এই ব্রজরস-পূর্ণ সুরসাল কাব্যখানি পাণ্ডুলিপি অবস্থায় হঠাৎ আমার দৃষ্টিগোচর হয়। কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমার ভাল লাগিয়াছিল, অনুরুদ্ধ হইয়া আমি কাব্যখানি আগাগোড়া দেখিয়া স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিতে বাধ্য হই; এবং বোধ হয় সেই কর্ম্মেরই ফল স্বরূপ আজ এই কাব্যের "নান্দীমুখ" পাঠ করিবার জন্য আমাকে আসরে নামিতে হইল।

কবি ঈশ্বর গুপ্তের তিরোভাবের পরে খাটি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বাঙ্গালীর নিজস্ব ভাবের কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যে একান্তই দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয় কাব্যকলা বর্ত্তমানে উন্নতির চরম সীমায় পৌছিয়াছে; এখন পৃথিবীর যে কোনো দেশে যে কোনো কাব্যের পার্শ্বে বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার কাব্যের স্থান হইতে পারে একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু তথাপি মনে হয় আমরা আমাদের কাব্যে বাঙ্গালীর স্ব-ভাব হারাইয়া ফেলিতেছি। অধিকাংশ উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা কবিতার মধ্যেই কেমন যেন একটা বিদেশী ভাবের গন্ধ পাই; প্রাণে যেন কেমন একটা অব্যক্ত অভাব থাকিয়া যায়।

বর্ত্তমান কাব্যখানির কাব্য হিসাবে মূল্য খুব বেশী না থাকিলেও বাঙ্গালীত্ব হিসাবে ইহার মূল্য আমার নিকট যথেষ্ট মনে হইয়াছে। এ যেন যথার্থই মনে হয় বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গালার শস্য শ্যামল শীতল কোলে বসিয়া বাঙ্গালী জীবনেরই একটী অধ্যায় অধ্যয়ন করিতেছি। এ হিসাবে এই কাব্যখানি আমার নিকট মহার্ঘ বলিয়া মনে হইয়াছে; পাঠ করিয়া একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিতে পারিয়াছি।

পাঠক পাঠিকাগণ আমার সহিত এক মত হইবেন কিনা জানি না, কিন্তু যদি আমার ন্যায় কেহ বাঙ্গালীর ঘরের কবিতার জন্য ব্যগ্র হইয় থাকেন এই কাব্যখানি তাঁহার নিকটও ভাল লাগিবে আশা করা যায়।

বারাণসী<br>
রাস পূর্ণিমা। ১৩৩২

শ্রীকিরণ চাঁদ দরবেশ

# মান-মিলন।

( ১ )

একদিন রজনীতে, শ্রীরাধার কুঞ্জভিতে,
যাইতেছিলেন শ্যামরায় ;
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া মাথে, মোহন মুরলী হাতে,
মধুর নূপুর বাজে পায়।
আকাশে হাসিছে চাঁদ, ভূতলেতে কালাচাঁদ,
শোভার যে নাহিক তুলনা ;
রাধার নিকুঞ্জ মুখে, যায় শ্যাম মনোসুখে,
পথেতে ঘটিল বিড়ম্বনা।
চন্দ্রাবলী কুঞ্জ হ'তে, দেখিয়া শ্যামেরে পথে,
হরষিত হ'লো মনে মনে ;
ডাকিয়া পদ্মাবতীরে, কহিলেক ধীরে ধীরে,
সবিনয় মধুর বচনে।
ওগো সখী পদ্মাবতি, দেখ এসে শীঘ্রগতি,
বিধি বুঝি সদয় হইল ;
মোরা এতদিন ধ'রে, খুঁজিতেছি যেই চোরে,
আজ তাঁরে মিলাইয়া দিল।

যাও তাড়াতাড়ি ক'রে, আন সেই চোরে ধ'রে,
বিলম্বেতে যাবে পলাইয়া ;
তবে অনুতাপানলে, মরিতে হইবে জ্ব'লে,
ছুটে গেলে আয়ত্তে আসিয়া।
শঠ চূড়ামণি বটে, কথাতে তো নাহি হটে,
নানাভাবে ভুলাইতে চাবে ;
বধিরের প্রায় থেকো, কোন কথা নাহি রেখো,
তা নহিলে ঠকাইয়া যাবে।
এত শুনি পদ্মাবতী, মনের হরিষে অতি,
কুঞ্জ হ'তে বাহির হইল ;
শ্যামের সম্মুখে গিয়া, দুই হাত পসারিয়া,
যাইবার পথ আগুলিল।

( ২ )

হাসি হাসি কহিছে বচন,—
বহুদিন খুঁজি যাঁরে, পাইয়াছি আজি তাঁরে,
আর কোথা যাবে হে এখন ?
খাড়া পরোয়ানা জারি, তব' পরে, বংশীধারি,
যাইতে হইবে মোর সাথে ;
সহজে না গেলে পরে, ল'য়ে যাব জোর ক'রে,
বাঁধিয়া তোমার দুটি হাতে।

এত বলি সহচরী, কটির বসন ধরি',
করিল শ্যামের গতি রোধ ;
ছাড়াইতে নাহি পারি, বাক্যের চাতুরী পাড়ি',
কানু দিতে লাগিল প্রবোধ।
শোন সখী পদ্মাবতি, দয়া ক'রে মোর প্রতি,
রাধার নিকুঞ্জে দাও যেতে ;
আজি নাহি গেলে তথা, রাই বড় পাবে ব্যথা,
আমাকেও হবে বেগ পেতে।
সখী সহ হর্ষ মনে, এসে রাই কুঞ্জ বনে,
আমার অপেক্ষা করিতেছে ;
নিশি বাড়িতেছে যত, অস্থির হ'তেছে তত,
সখীরাও কিবা ভাবিতেছে।
নিজ গুণে দয়া ক'রে, আজ ছেড়ে দাও মোরে,
নিশ্চয় আসিব আমি কাল ;
তোমার সখীর সনে, ভেটিব আনন্দ মনে,
থাকিবে না কোনই জঞ্জাল।
সখী মাঝে তুমি সতি, অতিশয় বুদ্ধিমতী,
সকলেই বাখানে তোমারে ;
সদয় হইয়া আজ, কর সে বুদ্ধির কাজ,
আর ধ'রে রেখো না আমারে।
তুমি তো অবলা বালা, বুঝ অবলার জ্বালা,
অধিক কি বুঝাব তোমায় ;
নারীর হৃদয় তব, বেশী আর কিবা কব,
দায় ভেবে ছাড় গো আমায়।

আশাপথ চেয়ে আছে, নাহি গেলে তার কাছে,
নিরাশায় পরাণে মরিবে ;
আমার অধর্ম্ম হবে, চির অপবাদ রবে,
সখীগণ স্ত্রীঘাতী বলিবে।

( ৩ )

এত শুনি কহে পদ্মা হাসিয়া হাসিয়া,
অস্থির হ'তেছ কেন রাধার লাগিয়া ?
তব কথা শুনে বড় হাসি পায় মনে,
লাজ কি হলো না কিছু, বলিলে কেমনে ?
নাগরী করিবে রাগ এই মনে ক'রে,
নাগর অস্থির হ'য়ে কাঁপে সেই ডরে।
তাই বুঝি বাঁধা আছ শ্রীরাধার পায় ?
হেন নাগরালি বল শিখেছ কোথায় ?
তুমি যত ভালবাস, সে কি তত বাসে ?
খোসামোদী ক'রে তুমি থাকো তার পাশে।
ইচ্ছামত কাজ করা ভাগ্যে নাহি ঘটে,
যোড় হাতে থাকো সদা রাধার নিকটে।
তোমাদের প্রেম বুঝিলাম এতক্ষণে,
একজন প্রভু আর দাস একজনে।
দাসত্ব শৃঙ্খলে তুমি বাঁধা তার পায়,
নয়নের ঠারে রাধা তোমারে নাচায়।

রাজার দুহিতা রাই বড়ুয়ার ঝি,
পিরীতি কাহাকে বলে সে বুঝিবে কি ?
মোর সনে এসে দেখ প্রেম কাকে বলে,
হার ক'রে তোমারে রাখিবে চন্দ্রা গলে।
আমাদের সখী কিসে কম রাই হ'তে,
তাহার রূপের তুল নাই এ জগতে।
রসিকা নাগরী সখী রসের সাগর,
উচিত ডুবরী তুমি রসিক নাগর।
আমার সখীর নব যৌবন তরঙ্গে,
তুমিই কেবল পার সাঁতারিতে রঙ্গে।
বিলম্ব ক'রো না বঁধু চলহ ত্বরায়,
দুয়ারে দাঁড়া'য়ে সখী তোমার আশায়।
এতেক বলিয়া ধরি' শ্যামের বসনে,
লইয়া চলিল চন্দ্রাবলী নিকেতনে।

( ৪ )

পদ্মারে পাঠা'য়ে দিয়ে, চন্দ্রাবলা দ্বারে গিয়ে,
শ্যাম আশে দাঁড়াইয়াছিল ;
মনের মানুষে পেয়ে, হরষে আসিয়া ধেয়ে,
করে ধরি' লইয়া চলিল।
ইহা দেখি পদ্মাবতী, হইয়া প্রফুল্ল অতি,
সখী প্রতি বলিছে বচন ;
অনেক যতন করি', আনিয়াছি চোরে ধরি',
পুরস্কার দাও গো এখন।

কত মতে ফাঁকি দিয়া, যেতেছিল পলাইয়া,
আমি তাই, রাখিয়াছি তারে ;
তোমার আসামী ভাই, দিলেম তোমার ঠাঁই,
সাজা দাও যা হয় বিচারে।
কিন্তু তোমা আগে থাকি, এক কথা ব'লে রাখি,
বুঝে সুঝে ক'রো যেন কাজ ;
রাধিকার কেনা দাসে, সাজা দিয়ে তার পাশে,
নিজে যেন নাহি পাও লাজ।
রাধার দোহাই দিয়া, যেতেছিল ছাড়াইয়া,
আমি তাতে দেই নাই কাণ ;
একথা শুনিবে যবে, ক্রোধে রাই অগ্নি হবে,
মোরে পাছে করে অপমান।
একে তো রাজার মেয়ে, তাতে শ্যাম সঙ্গ পেয়ে,
হইয়াছে বড় অহঙ্কার ;
কাহাকেও নাহি গণে, তুচ্ছ করে সব জনে,
তুমি আর আমি কোন্ ছার।
এ বড় আশ্চর্য্য কথা, শুনে মনে লাগে ব্যথা,
যারে ভালবাসে—সে না বাসে ;
ক্রীত কিঙ্করের মতো, সদা থাকে অনুগত,
তবু মনে লাজ নাহি বাসে।
রাই বুঝি মন্ত্র জানে, বাঁধিয়াছে সে সন্ধানে,
তাই তার এত ঠাকুরালী ;
নৈলে কি চোখের ঠারে, নাগরে ঘুরাতে পারে,
সখীগণ দেয় করতালি।

থাক্ সে সকল কথা, মোর কিবা মাথা ব্যথা,
শুধু এক কথা ভাবি মনে ;
এতদিন যায় আসে, মনে করে কি বিশ্বাসে,
মরিবে সে ইহার বিহনে।
ধার্ম্মিকের চূড়ামণি, রাধার মরণ গণি,
হ'য়েছে অস্থির অতিশয় ;
ছেড়ে দাও আজি তাঁরে, যাইতে রাধার দ্বারে,
কাল হেথা আসিবে নিশ্চয়।
খাইয়াছে যার নুন, গায়িবে তো তারি গুণ,
তুমি কর যতই যতন ;
পাইবে না মন তার, ভস্মে ঘৃত ঢালা সার,
হবে না সে মনের মতন।

( ৫ )

শুনিয়া সখীর কথা, চন্দ্রাবলী স্বর্ণলতা,
হাসি হাসি শ্যামপানে চায় ;
লজ্জিত হইয়া হরি, বাক্যের কৌশল করি',
কথা দিয়ে কথারে কাটায়।
কেন এত ব্যঙ্গ কর, শোন সখি অতঃপর,
মনোগত ভাব যা আমার ;
মন পরীক্ষার তরে, এতক্ষণ ছল ক'রে,
করিতেছিলেম ব্যবহার।

আমার স্বভাব এই, মোরে ভালবাসে যেই,
আমি তার কেনা হ'য়ে রই ;
দাস সম অবিরত, থাকি তার অনুগত,
এক তিল তারে ছাড়া নই।
যেই জন প্রেম-ডোরে, বন্ধন করিবে মোরে,
তার মন আগে বুঝা চাই ;
মনে প্রাণে চায় মোরে, অথবা দুদিন পরে,
বলিবে তোমারে কাজ নাই।
যদি পরে নাহি চায়, তবে হবে কি উপায়,
মরিতে হইবে জ্ব'লে পুড়ে ;
পিরীতি করিয়া শেষ, ভুগিব কি মনোক্লেশ,
সুখ শান্তি সব যাবে দূরে।
তোমার সখীর লাগি, বহুদিন অনুরাগী,
যাই আসি এই পথ দিয়া ;
মম দুরাদৃষ্ট তরে, দেখিয়া না দেখ মোরে,
ফিরে যাই হতাশ হইয়া।
আজি পথে অকস্মাৎ, ধরিয়া আমার হাত,
টানিতে লাগিলে জোর ক'রে ;
আতঙ্ক হইল প্রাণে, ভাবিলাম কেন টানে,
আছে বুঝি রহস্য ভিতরে।
নিতি নিতি আসি যাই, দেখিতে পাইয়া তাই,
কৌতুক করিতে অভিপ্রায় ;
সকলে মন্ত্রণা ক'রে, লোকের নিকটে মোরে,
হাস্যাস্পদ করিবারে চায়।

এসে যা দেখিনু চোখে, অবাক করেছে মোকে,
এই বা কেমন ব্যবহার ;
ডাকিয়া এনেছে যারে, বসিতে না বলে তারে,
এ বাড়ীর এই কি বিচার ?
তোমরা যে সখীগণ, ক'রেছ বিষম পণ,
যে চলিবে এই পথ দিয়া ;
চেনা পরিচয় নাই, তবু তারে আনা চাই,
যদি যায় মনেতে ধরিয়া ।

( ৬ )

ফণিনী আহত হ'লে, ক্রোধে যেন যায় জ্ব'লে,
চন্দ্রাবলী হইল তেমন ;
নাগরের বাক্য বাণে, ব্যথিত হইয়া প্রাণে,
অভিমানে বলিছে তখন ।
আমরা তো কুলবতী, নাহি চাই কারো প্রতি,
স্বপনেও নাহি ভাবি মনে ;
নিজ সহচরী ল'য়ে, রঙ্গ করি নিজালয়ে,
ডাকিতে না যাই কোন জনে ।
তবে কেন মোর আশে, আমার বাড়ীর পাশে,
সদা তুমি ঘুরিয়া বেড়াও ;
নিজে সাধু ভাবো মনে, অন্যে দোষো অকারণে,
মান অপমান না ডরাও ।

আসিতে যাইতে পথে, দেখে নারী শতে শতে,
লোভ সংবরিতে নাহি পার ;
তাহারা যেখানে যায়, যুবতীর লালসায়,
তাহাদের পেছন না ছাড়।
সহজে যে নারীগণ, কুলে দেয় বিসর্জ্জন,
হেন বুদ্ধি কে দিল তোমারে ?
পাতিয়া বাক্যের ফাঁদ, বামন হইয়া চাঁদ,
কি সাহসে যাও ধরিবারে ?
এ ব্যাভার দরশনে, হাসে তারা মনে মনে,
তা তো তুমি নাহি পাও টের ;
জন্মেছে অনেক কথা, শুনিলে পাইবে ব্যথা,
এখনো হতেছে আরো ঢের।
আত্ম ছিদ্র না দেখিয়া, অন্যে ফির দোষ দিয়া,
এবা তব কেমন বিচার ;
মোরে পাইবার তরে, নিতি যাতায়াত ক'রে,
পায়ে ব্যথা হয়েছে তোমার।
পুন হেসে হেসে কয়, ওহে সাধু মহাশয়,
কোথা হেন ডাকাতি শিখেছ ?
না মানো দিবা কি রাতি, পাইয়া রমণী জাতি,
অত্যাচার আরম্ভ করেছ।
বারেক নেহার যারে, মজাইয়া ছাড় তারে,
লুটে নিয়ে সর্ব্বস্ব রতন ;
শেষে তারে ফাঁকি দিয়া, যাও তুমি পলাইয়া,
ধন লাগি করে সে রোদন।

কেমন পাষাণ দিয়া, গড়া যে তোমার হিয়া,
ফিরিয়া না চাহ তার পানে ;
মণি হারা ফণী মত, খোঁজে তোমা অবিরত,
দেখা নাহি পায় কোন খানে।
ব্রজের যুবতীগণ, হ'য়ে সবে জ্বালাতন,
নালিশ করেছে মোর কাছে ;
শুনিয়া তাদের বাণী, মনে বড় ভয় মানি,
মোর ধন চুরি কর পাছে।
দেখিনু বিচার ক'রে, ধরিতে হবে এ চোরে;
তা নহিলে আর রক্ষা নাই ;
যেন কভু আর কা'রে, মজাইতে নাহি পারে;
চিরকাল বেঁধে রাখা চাই।
পাঠায়েছি অনুচরে, কত দেশ দেশান্তরে,
সেই চোর ধরিবার তরে ;
খোঁজ না মিলিল যবে, ফিরিয়া আসিল সবে,
কত দিন ঘোরাঘুরি ক'রে।
নয়ন প্রহরী মোর, অকস্মাৎ সেই চোর,
একদিন দেখাইয়া দিল ;
তারে ধরিবার আশে, ব'সে আছি নিজ বাসে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা সকলি ঘুচিল।
পদ্মাবতী সখী সনে, শ্রদ্ধা ভক্তি দুই জনে,
অবশেষে দিনু পাঠাইয়া ;
যদিও তাহারা নারী, করি' পরোয়ানা জারি,
এনেছে সে চোরেরে ধরিয়া।

পড়েছ আমার করে, ছাড়াবে কেমন ক'রে,
খাটিবেনা চাতুরী তোমার ;
দোষ অনুযায়ী সাজা, পাবে হে চোরের রাজা,
বল হে কি আছে বলিবার।
মদন কামার আছে, আমার বাড়ীর কাছে,
তাহারে আনিব ডাকাইয়া ;
মনের মতন করি', লইব শীকল গড়ি',
দিব দুটি পদে পরাইয়া।
হাতের বাঁশরী তব, এখনি কাড়িয়া লব,
রাধা নাম না দিব বলিতে ;
হৃদি কারাগার মাঝে, রাখিব বন্দীর সাজে,
কারো মুখ না পাবে দেখিতে।
সারাদিন অনাহারে, হবে তোমা থাকিবারে,
ক্ষুধানলে জ্বলিবে যখন ;
প্রেম সুধা ভাণ্ডে ভরি', নিজ হাতে ল'য়ে হরি,
মনোসাধে খাওয়াব তখন।
কহিয়া এতেক বাণী, কৃষ্ণে হাতে ধ'রে আনি,
আদরে বসা'ল শয্যা' পরে ;
হেরি সহচরীগণ, হ'য়ে হরষিত মন,
নানাবিধ আয়োজন করে।
কর্পূর তাম্বুল ভরি', রাখে থালা সহচরী,
কেহ আনে সুবাসিত বারি ;
কেহ কেহ হেসে হেসে, চন্দন ঘসিতে এসে,
রসালসে করে ঠারাঠারি।

কেহ আনে পিক দান, কেহ বা আতর দান,
কেহ বা গোলাপ পাশ আনে ;
কেহ ল'য়ে ফুল ডালা, বসিল গাঁথিতে মালা,
যেবা যত কারিগরি জানে ।
কেহ বেণী বেঁধে দিল, নানা ফুল বসাইল,
বেণী দেখে ফণিনী পলায় ;
আপন আপন মনে, ফুল সাজে দুই জনে,
সখীগণ আনন্দে সাজায় ।
অতি পরিপাটী করি,' ফুলের বিছানা গড়ি,'
ফুলের মশারি টাঙ্গাইল ;
বসাইয়া দুই জনে, নেচে গেয়ে সখীগণে,
আনন্দের তরঙ্গে মাতিল ।
পেয়ে শ্যাম সুসময়, চন্দ্রাবলী প্রতি কয়,
এ কাজ করিছ কেন তবে ?
কুলের কামিনী হ'য়ে, পর পুরুষেরে ল'য়ে,
কি কারণে কেলি কর সবে ?
তখন এ কথা শুনে, জ্ব'লেছিলে রোষাগুনে,
মোরে কত ভৎর্সনা করিলে ;
বলিয়াছিলাম যাহা, কাজে এবে দেখি তাহা,
মিছে কথা কেমনে কহিলে ?
চন্দ্রাবলী তদুত্তরে, বলিল সোহাগ ভরে,
নারী ধর্ম্ম তুমি কি বুঝিবে ;
যদিও অধীন মোরা, হৃদে স্বাধীনতা ভরা,
সেই স্বত্ব কেবা ছেড়ে দিবে ?

মোরা কুলবতী নারী, কুল ছেড়ে যেতে নারি,
ডুবিতে অকূল সাগরেতে ;
অকূল কাণ্ডারী পেলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম ঠেলে ফেলে,
চলে যাই তাহার সঙ্গেতে।

( ৭ )

এত শুনি শ্যাম চাঁদ মৃদু মৃদু হেসে,
নাগরীরে আলিঙ্গিল প্রণয় আবেশে।
সখীগণ মহানন্দে দেয় হুলুধ্বনি,
নাগর নাগরী সুখে বঞ্চয়ে রজনী।
এদিকেতে শ্রীমতীর শোন বিবরণ,
শ্যামের ইঙ্গিতে এসেছেন কুঞ্জ বন,
তাঁহার মিলন সুখে বঞ্চিবে যামিনী,
সেই আশে আছে ব'সে শ্যাম সোহাগিনী।
সখীগণ কেহ কেহ বসিয়াছে ঘিরে,
কেহ নানা আয়োজন করে ধীরে ধীরে।
ক্রমে ক্রমে নিশি যত বাড়িতে লাগিল,
নিরাশা সাগরে রাই ততই ডুবিল।
এক দুই ক'রে তিন প্রহর চলিল,
তবু শ্যাম চাঁদ নাহি উদয় হইল।
শ্যামের বিহনে রাই হইল অস্থির,
সখীগণ বুঝাইছে, তবু নহে স্থির।
বিরহ অনল যবে জ্বলিয়া উঠিল,
সখীপ্রতি কেঁদে কেঁদে কহিতে লাগিল।

( ৮ )

সখিরে,

কানুর লাগিয়া, কাননে আসিয়া,
বাড়িল বিরহ জ্বালা ;
নিশি বেড়ে গেলো, তবুও না এলো,
কি করিছে বলো কালা ?
আসিব বলিয়া, গেলো আশা দিয়া,
এখনও হ'লোনা আসা ;
বিরহ অনলে, মন প্রাণ জ্বলে,
এই না কি ভালবাসা ?
অঙ্গের চন্দন, বিষের মতন,
অলঙ্কার যেন ফণী ;
বেড়ি' সারা গায়, দংশিছে আমায়,
প্রাণ যায় হেন গণি।
চাঁদের কিরণ, যেন হুতাশন,
দহিছে আমার কায় ;
পবন মলয়, হ'য়ে নিরদয়,
বিঁধিছে কণ্টক প্রায়।
বহুদিন পরে, সুখের সাগরে,
ভাসিব শ্যামের সনে ;
এই আশা ক'রে, সারাদিন ভ'রে,
ছিলেম প্রফুল্ল মনে।

শাশুড়ী ননদী, সদাই বিরোধী,
মুকা'য়ে গেঁথেছি মালা ;
দিব শ্যাম গলে, মন কুতূহলে,
হায়, কোথা মোর কালা !
করি' তাড়াতাড়ি, গৃহ কাজ সারি,'
কুসুমে ভরেছি ডালা ;
ঘসেছি চন্দন, করিয়া যতন,
ঘরেতে লাগা'য়ে তালা।
ক্ষণে কাজ করি, ক্ষণে ছল ধরি,'
দেখেছি আকাশ বাটে ;
কখন্ তপন, ছাড়িয়া গগন,
বসিবে পশ্চিম পাটে।
বিলম্বে তাহার, শত শত বার,
কত শাপিয়াছি তারে ;
রাহুরে ডাকিয়া, বলেছি কাঁদিয়া,
দিবাকরে গ্রাসিবারে।
পূর্ণিমার শশী, গগনেতে পশি',
হেসে যবে দেখা দিল ;
সুখ পারাবার, হ'য়ে শত ধার,
হৃদি মাঝে উথলিল।
কত আশা ক'রে, পূর্ণ প্রেম ভরে,
এলেম নিকুঞ্জে আজ ;
নিরাশার শূল, মরমে আমূল,
বসা'ল নিঠুর রাজ।

যদি জানে মনে, আসিবে না বনে,
কেবল পরখ করা ;
পরীক্ষার বাকী, আছে আর বা কি,
আগেই পড়েছি ধরা।
যাহার কারণ, কলঙ্ক ভূষণ,
আদরে পড়েছি গায় ;
নিঠুর এমন, সে কি না এখন,
মন বুঝিবারে চায় !
শঠ শিরোমণি, আপনি যেমনি,
পরেরে তেমনি জানে ;
কারে কব দুখ, ফাটে মোর বুক,
মন না প্রবোধ মানে।
কালার লাগিয়া, কুল তেয়াগিয়া,
স'তেছি গঞ্জনা কত ;
যত্তপি সে জন, বুঝিত বেদন,
তবে কি এমন হ'তো !
প্রণয়ীর দুখে, প্রণয়ীর সুখে,
প্রণয়ী যে কাঁদে হাসে ;
কালার এ রীত, দেখি বিপরীত,
দুখ দিতে ভালবাসে।
পরেরে আপন, করিতে যতন,
যতই করুক নারী ;
পর পরই রয়, আপন না হয়,
মুখে সুধু জাঁকজারী।

২—

রমণী হইত, তবে তো বুঝিত,
রমণী জাতির ব্যথা ;
নাগরের তরে, কত সহ্য ক'রে,
ভুলিয়া নিজের কথা।
প্রাণেশ চরণে, সঁপি' প্রাণ মনে,
সদা জপে তার নাম ;
ক্ষুধা তৃষ্ণা তার, নাহি থাকে আর,
নাহি থাকে অন্য কাম।
প্রাতে ও সন্ধ্যায়, যেয়ে যমুনায়,
আনিতাম জল ভরি' ;
কদম্বের তলে, রাধা রাধা ব'লে,
বাঁশরী বাজা'ত হরি।
আমি পর নারী, পরের ঝিয়ারী,
যাইতাম লাজে ম'রে ;
পথে ঘাটে মোরে, সবার গোচরে,
এমনি বা কেন করে!
শাশুড়ী ননদী, কভু শোনে যদি,
না রাখিবে মোরে প্রাণে ;
ভরিয়া গাগরি, বদন আবরি',
ফিরিতাম মানে মানে।
লোকে কিবা কবে, মনে হ'তো যবে,
ভয়েতে কাঁপিত গা ;
ভাবিতাম সই, আর কখন ই,
যমুনায় যাব না।

কি যে মন্ত্র দিয়া, বাঁশীরে সাধিয়া,
রেখেছিল শ্যাম রায় ;
সে স্বর আসিয়া, মরমে পশিয়া,
করিল পাগল প্রায়।

কোনোখানে যেয়ে, সোয়াস্তি না পেয়ে,
প্রাণ হ'তো আকুলিত ;
যমুনা যাইতে, ভিতর হইতে,
কে যেন ঠেলিয়া দিত।

দিবস রজনী, শুনে সেই ধ্বনি,
কর্ণে চাপিতাম কর ;
অন্তরে থাকিয়া, উঠিত বাজিয়া,
জাতি-কুল-নাশা স্বর।

করিতাম মনে, ভুলিব সে জনে,
ভোলা তো হইত জ্বালা ;
হাসি মুখ ক'রে, হিয়ার ভিতরে,
সম্মুখে দাঁড়া'ত কালা।

মনের বাঁধন, ছিঁড়িত তখন,
হেরিয়া তাঁহার মুখ ;
কলঙ্কের ভয়, হইত বিলয়,
আনন্দে ভরিত বুক।

ঘুমের আলসে, শ্যামের পরশে,
উঠিতাম চমকিয়া ;
যেন শ্যাম এসে, মৃদু মৃদু হেসে,
মোরে আছে জড়াইয়া।

চোক্ মেলে চেয়ে, দেখিতে না পেয়ে,
মরিতাম ধড়্ ফড়ি ;
মুখটি গুঁজিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
পোহাতেম বিভাবরী।
সরমের ভরে, মুখ ফুটে পরে,
বলা নাহি যেত, হায় ;
অন্তরে কেবল, জ্বলিত অনল,
রাবণের চিতা প্রায় !
যমুনা যাইতে, সেরূপ হেরিতে,
একদিন হ'লো সাধ ;
আড় নয়নেতে, দেখিবা মাত্রেতে,
ঘটে গেল পরমাদ।
নয়ন ধনুতে, দৃষ্টি-বাণ যুতে,
ছাড়িল আমার পানে ;
আঁখি দ্বার দিয়া, তখনি পশিয়া,
বিঁধিল মরম স্থানে।
অচেতন ক'রে, কি করিল মোরে,
শোন সে দুঃখের কথা ;
জীবন যৌবন, করিয়া হরণ,
প্রাণে দিল বড় ব্যথা।
মোর দুই দ্বারী, লজ্জা ভয়ে মারি,
দূরে তাড়াইয়া দিল ;
ধৈর্য্য সেনাপতি, এসে শীঘ্র গতি,
ঘোর রণ আরম্ভিল।

হ'য়ে পরাজয়, সেই মহাশয়,
ভঙ্গ দিল ক্ষণ পরে ;
চোর চুরি আশে, মনের উল্লাসে,
পশিল নির্জ্জন ঘরে।
বিবেক আসিয়া, ধরম কহিয়া,
কত যে বুঝা'ল তায় ;
অবলার ধন, করিয়া হরণ,
নাহি যেন ল'য়ে যায়।
চোর শুনিল না, মানা মানিল না,
উলটি বাঁধিতে এলো ;
কি করে বেচারা, হ'য়ে চারা হারা,
ভয়ে পলাইয়া গেলো।
পেয়ে সুসময়, চোর মহাশয়,
বসি হৃদাসন' পরে ;
হাসিয়া হাসিয়া, মিঠা কথা দিয়া,
ভুলাতে লাগিল মোরে।
আমি তো সরলা, শুনে বাক্য ছলা,
হ'লেম পাগল প্রায় ;
শেষ না ভাবিয়া, প্রেমেতে মজিয়া,
বিকা'নু কালার পায়।
পিরীতির গাছে, বিষ ফল আছে,
তাহা আগে জানি নাই ;
জানিলে এমন, নিজে কি কখন,
গরল পাড়িয়া খাই ?

পিরীতি করিয়া, জ্বলিয়া পুড়িয়া,
ক্ষতি নাই যদি মরি ;
এ দশা নেহারি', যেন কোনো নারী,
মরে না পিরীতি করি।
পুরুষের প্রীতি, না হয় প্রতীতি,
বলে এক করে আর ;
মুখে স্বর্গে তোলে, মনে রসাতলে,
ফেলাইতে চেষ্টা তার।
শঠ শিরোমণি, পুরুষ যেমনি,
আর কি এমন আছে ?
আগে না বুঝিয়া, ঠেকিয়া শিখিয়া,
চেতন হইল পাছে।
কাণে কাণে আশা, মিটা'তে পিয়াসা,
বলে—"এলো ওই এলো" ;
ব্যস্ত হয়ে চাই, দেখিতে না পাই,
এই ক'রে নিশি গেলো।
যাহার কারণ, পাইনু বেদন,
যে বোঝেনা মোর দুখ ;
প্রতিজ্ঞা আমার, আজ হ'তে আর,
হেরিব না তার মুখ।
কেশ মুড়াইব, কাজল ত্যজিব,
পরিব না নীল সাড়ী ;
যমুনার ধার, এ জনমে আর,
যাব না ভরিতে বারি।

আকাশে না চাব,　　তমালে না যাব,
　　করিব না কালো সঙ্গ ;
পাছে কালোরূপ,　　হ'য়ে কালরূপ,
　　মম পণ করে ভঙ্গ।
শোন্ সখিগণ,　　আমার বচন,
　　সে যদি নিকুঞ্জে আসে ;
তোরা করি "না, না,　　প্রবেশিতে মানা,
　　ফিরে যাও নিজ বাসে।"
হইয়া বিমুখ,　　করিবি বিমুখ,
　　না রাখিবি তার মান ;
মিনতি করিলে,　　পায়েতে ধরিলে,
　　নাহি দিবি তাতে কাণ।
তাহার কথায়,　　সাধিতে আমায়,
　　হইও না সযতন ;
মুখে মধু মাখা,　　হৃদে বিষ ঢাকা,
　　নাই হেন দুষ্ট জন।
পরের বেদন,　　বোঝে না কখন,
　　খলের স্বভাব তাই ;
স্বার্থের কারণ,　　ধরিতে চরণ,
　　তাহাদের লজ্জা নাই।
মান অপমান,　　করে তুচ্ছ জ্ঞান,
　　স্বার্থ ই তাদের প্রাণ ;
লম্পটের শেষ,　　ভালবাসা লেশ,
　　নাহি পায় হৃদে স্থান।

( ৯ )

ললিতা তখন, প্রবোধ বচন,
বলিছে রাইয়ের তরে ;
এত ব্যস্ত হ'লে, কাজ নাহি চলে,
থাকো কিছু ধৈর্য্য ধ'রে।
ওগো অভিমানি, শোন মম বাণী,
বলি যে তোমার কাছে ;
নাগর উপরে, খুঁটি নাটি ধ'রে,
মান কি করিতে আছে ?
নাগর সমান, দরদী প্রধান,
কেবা বল আছে আর ;
দোঁহে এক প্রাণ, নাই ভিন্ন জ্ঞান,
দেহ সুধু ভিন্নাকার।
যদি রাগ ক'রে, এহেন নাগরে,
উপেক্ষা করগো আজ ;
পেয়ে এই ছল, বিপক্ষের দল,
সাধিবে আপন কাজ।
না জেনে কারণ, কেন অকারণ,
অবিশ্বাস কর তারে ;
না দেখে তোমাকে, সে যে সুখে থাকে,
কেউ কি বলিতে পারে ?

দৈব দুর্ব্বিপাকে, বোধ হয় তাকে,
রেখেছে আটক ক'রে ;
তোমারি মতন, অধীর সেজন,
হ'য়ে আছে তার ঘরে।
পাইলে সময়, আসিবে নিশ্চয়,
ইথে কি সংশয় আছে ?
তুই বিনে তার, গতি নাই আর,
সে যে বাঁধা তোর কাছে।

( ১০ )

কহিছে শ্রীমতী, ললিতার প্রতি,
ভ্রম কূপে প'ড়ে আছ ;
পুরুষ প্রকৃতি, সদা বক্রাকৃতি,
সোজা কোথা দেখিয়াছ ?
ভ্রমর যখন, মধু অন্বেষণ,
করে গিয়া কোনো ফুলে ;
সরলা ললনা, না বুঝে ছলনা,
তারে পেয়ে যায় ভুলে।
রস আলাপনে, মধুপের সনে,
আনন্দে মাতিয়া রয় ;
মনে হয় তার, এ জনমে আর,
ভাঙ্গিবে না এ প্রণয়।

হৃদয় মাঝারে, লুকা'য়ে তাহারে,
কত মতে পূজা করে ;
পরাগ চন্দন, করয়ে লেপন,
নাথের সর্ব্বাঙ্গ' পরে।
খুলে দেয় তার, মধুর ভাণ্ডার,
পতির সন্তোষ তরে ;
এই অবসরে, ধূর্ত্ত মধুকরে,
মধু খায় প্রাণ ভ'রে।
মন প্রাণ ভরি,' মধু পান করি,'
অন্য ফুলে উড়ে যায় ;
সরলা অবলা, না বুঝে সে ছলা,
ধরিয়া রাখিতে চায়।
শত চেষ্টা ক'রে, তবু তারে ধ'রে,
রাখিতে পারেনা, হায় ;
হতাশ হইয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
অবশেষে মরে যায় !
পুরুষ পাষাণ, ভ্রমর সমান,
এ কথা তো মিছে নয় ;
ফেলিতে নারীরে, দুঃখ-সিন্ধুনীরে,
কোন কষ্ট নাহি হয়।
পুরুষের মাঝে, যত গুণ রাজে,
সকলি তো আমি জানি ;
ধরি নানা বেশ, কপটের শেষ,
বধে অবলার প্রাণী।

প্রেমের বাজারে, প্রেম কিনিবারে,
সদাগর সেজে যায় ;
বেচিবার আশে, যে রমণী আসে,
তারে দেখে প্রাণ পায়।
পাইয়া এমন, ধনী ক্রেতাজন,
লাভের আশায় থাকে ;
দিয়ে প্রেম-মণি, সাজা'য়ে বিপণি,
পরিপাটী ক'রে রাখে।
সদাগর এসে, দোকানে প্রবেশে,
জিনিস দেখা'তে কয় ;
দোকানী রমণী, হরিষে অমনি,
আবরণ তুলে লয়।
দেখি দেখি ক'রে, রত্ন লয়ে করে,
উলট পালট করে ;
লোভ দেখাইয়া, মূল্য নাহি দিয়া,
নিজের থলিতে ভরে।
দোকানী দেখিয়া, অবাক হইয়া,
ভয়ে ভয়ে মূল্য চায়,
শুনে ও না শোনে, সে আপন মনে,
আরেক দোকানে যায়।
এহেন প্রকারে, ঠকা'য়ে সবারে,
প্রেম ধন চুরি করে ;
লাভের বদলে, হারা'য়ে আসলে,
দুখিনী রমণী মরে।

গৃহস্থের ধন, করিয়া হরণ,
চোর হয় বটে ধনী ;
তাদের বেদন, বোঝেনা কখন,
হৃদি পাষাণের খনি।
সেই চোরা ধন, করিয়া এমন,
লয় যদি বাটপাড়ে ;
তা হ'লে বেদন, লাগে যে কেমন,
তখন বুঝিতে পারে।
কখনো আবার, মাছ ধরিবার,
মনে হয় তার সাধ ;
ভবনদী তীরে, ফাঁদ ল'য়ে ফিরে,
নাহি হয় অবসাদ।
নারী রূপ মীনে, আনিতে অধীনে,
কত কারিগরি করে ;
দৃষ্টি বরসীতে, হাসির ডুরিতে,
কপটতা কাঁটা জোড়ে।
ফাঁকা প্রেম দিয়া, আধার গড়িয়া,
কৌশলে কাঁটারে ঢাকে ;
মধুর বচন, সিসার ওজন,
কাঁটারে ডুবা'য়ে রাখে।
মীন তো সরলা, না বুঝে এ ছলা,
আধার খাইতে যায় ;
গিলিবার কালে, গাঁথা পড়ে জালে,
ছাড়াইতে নাহি পায়।

আছাড়ে পাছাড়ে, তবুও না ছাড়ে,
এমনি পুরুষ জাতি ;
গাঁথিয়া তাহারে, তুলে লয় পারে,
মনের আনন্দে মাতি'।
ধড় ফড়্ ক'রে, মীন যায় ম'রে,
দৃক্‌পাত নাহি তাতে ;
তাকে ফেলে রেখে, ধরিতে অন্যেকে,
ছিপ লয় পুন হাতে।
এই মত করি' কত মীন ধরি',
প্রতিদিন বধ করে ;
এমন জাতিরে, বল কি খাতিরে,
বিশ্বাস করিতে মোরে ?
আর হেন কথা, ব'লোনা অযথা,
আমার মাথার কিরে ;
শঠের সহিত, করিয়া পিরীত,
বুক গেছে চিরে চিরে।
আজ হ'তে আর, তাহার আমার,
কোনই সম্পর্ক নাই ;
কপালে যা ছিল, তাহা তো ঘটিল,
আর তারে নাহি চাই।
এতেক কহিয়া, মানিনী সাজিয়া,
বসনে বদন ঢেকে ;
গালে হাত দিয়া, রহিল বসিয়া,
ভূমিপানে চোক্ রেখে।

( ১১ )

এদিকে রজনী প্রায় শেষ হ'য়ে এলো,
নাগরের শ্রীমতীরে মনে প'ড়ে গেলো।
পালঙ্ক ছাড়িয়া শ্যাম উঠিয়া ত্বরায়,
চন্দ্রাবলী নিকটেতে চাহিল বিদায়।
ইহা শুনি চন্দ্রাবলী ব্যাকুল হইয়া,
বসাইল পুন তাঁরে দুহাত ধরিয়া।
গদ গদ ভাষে ভেসে নয়নের নীরে,
বলিতে লাগিল শ্যামে অতি ধীরে ধীরে।
কি ভাবিয়া চাও তুমি হইতে বিদায় ?
ছাড়িয়া দিতে কি বন্ধু এনেছি তোমায় ?
যে ধন পাইতে আশা করে কাঙ্গালিনী,
সে ধন পাইয়া কি হে ছাড়ে সে কামিনী ?
বহু যত্নে পাইয়াছি তোমা হেন ধন,
মনে হয় গলে গাঁথি' রাখি অনুক্ষণ।
নয়ন অঞ্জন ক'রে নয়ন রঞ্জনে,
রাখিতে পারিলে তবু তৃপ্তি নহে মনে।
নয়ন পলকহীন যদ্যপি হইত,
তবে মনোসাধ মম কতকমিটিত।
বিধির চরণে কত করেছিনু পাপ,
চক্ষেতে পলক দিয়ে দিল মনস্তাপ।

পাইয়াছি যদি আর কভু না ছাড়িব,
বিচ্ছেদ-অনল জ্বালা কেমনে সহিব ?
"যাই" কথা ব'লে মোরে অবাক করিলে,
দেখাতে মৌখিক প্রেম বুঝি এসেছিলে ?
পুরুষ নিঠুর জাতি সব লোকে কয়,
তোমাদের কাছে কিছু অসাধ্য তো নয়।
পুরুষের হৃদয়েতে নাই ভালবাসা,
পুরাতন ফেলে সদা নূতনেতে আশা।
তোমাকে বলিব বা কি জাতেরই ধারা,
কুলবতী কামিনীকে করে কুল ছাড়া।
অকূল পাথারে যবে যায় সে ভাসিয়া,
কূলে দাঁড়াইয়া হাসে হাতে তালি দিয়া।
দয়ামায়া হৃদে কভু স্থান নাহি পায়,
স্বধু স্ব স্ব স্বার্থ সবে সাধিয়া বেড়ায়।
তোমারে পাবার আশা হইয়া অনল,
পোড়া'য়ে মারিত যদি সে ছিল মঙ্গল।
বিচ্ছেদের তূষানল হ'তে বাঁচা যেত,
দগধে দগধে মোরে পোড়া'তে না পেত।
এত বলি চন্দ্রাবলী কাঁদিতে লাগিল,
বদন চুমিয়া শ্যাম সান্ত্বনা করিল।
অবুঝের মতো কেন করিছ রোদন,
সাধে কি ছাড়িতে চাই তোমা হেন ধন ?

আমারে দেখিলে হেথা লোকে কি বলিবে ?
তব অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক হইবে।
কাহারো নিকটে মুখ দেখাতে নারিবে,
ক্ষণ সুখ তরে কেন লোক হাসাইবে ?
চুপে চুপে নিতি নিতি আসিব যাইব,
গোপনে গোপনে মোরা সাক্ষাৎ করিব ।
ছেড়ে দাও ক'রো না গো আর টানাটানি,
জাগিলে পাড়ার লোক হবে জানাজানি।
আসিতে পাব না আর আলয়ে তোমার,
এই বুঝি শেষ দেখা তোমার আমার।
পেট ভ'রে খেয়ে উপবাস ভাল নয়,
নিতি নিতি খাওয়া ভাল পেটে যাহা সয়।
বুঝে সুঝে ক'রো কাজ যা হয় বিচারে,
শেষে যেন অনুযোগ দিওনা আমারে।
শান্ত হ'য়ে চন্দ্রাবলী মুছিল নয়ন,
কহিতে লাগিল শ্যামে মধুর বচন।
তোমার অধিক মোর আছে সে ভাবনা,
সেজন্য তোমার নাই ভয় সম্ভাবনা।
আগে লুকাবার স্থান করিয়া রেখেছি,
তবে তো তোমায় বঁধু ডাকা'য়ে এনেছি।
হৃদয়ের মাঝে বেছে গোপনীয় স্থান,
সযতনে গড়িয়াছি ঘর একখান।

আশাবতী সহচরী যতন করিয়া,
আমার লাগিয়া ঘর দিয়াছে বাঁধিয়া।
বিশ্বাসের খুঁটা তাহে লাগা'য়ে রেখেছি,
আশক্তির ঠাট পরে জুড়িয়া দিয়েছি।
শ্রদ্ধার ছাউনি দিয়ে ছাইয়াছি ঘরে,
অনুরাগ দ্বার লাগায়েছি ভাল ক'রে।
ভাব দিয়ে বেড়া তার চারিদিকে আঁটি',
ভকতিতে লেপিয়া করেছি পরিপাটী।
প্রেম সিংহাসন তাতে রাখিয়াছি পেতে,
তোমারে বসা'ব বঁধু তাহে যতনেতে।
তবে কেন প্রাণনাথ কর এত ভয় ?
সহস্র খুঁজিলে কেহ পাবে না নিশ্চয়।
বড়ই সাধের ঘর বিচ্ছেদ আগুনে,
পোড়া'ওনা প্রাণকান্ত, রাখ দয়াগুণে।
যেওনা যেওনা বঁধু মোর মাথা খাও,
স্ত্রীবধের ভাগী হবে যদি ছেড়ে যাও।
বিষ খাব কিংবা গলে মারিব কাটারী,
যদি নাথ চলে যাও অধিনীরে ছাড়ি'।
মনের যতেক কথা বলিনু ভাঙ্গিয়া,
যাহা ইচ্ছা হয় কর ধরম ভাবিয়া।
ছেড়ে যাবে ব'লে যদি করেছিলে মনে,
তবে কেন অবলা মজা'লে অকারণে ?

কুলনারী ছিনু আমি দাঁড়াইয়া কুলে,
সুখ বিনে দুখ বার্ত্তা জানি নাই ভুলে।
অকস্মাৎ কোথা হ'তে এসে দেখা দিলে,
নয়ন বাণেতে বিঁধে জর্জ্জর করিলে।
ব্যথায় অস্থির হ'য়ে ঘুরিতে ঘুরিতে,
পড়িয়া গেলাম তব রূপ জলধিতে।
আমি সাগরেতে, তুমি রয়েছ তো কূলে,
এ অভাগিনীরে বঁধু লহ লহ তুলে।
এতবলি চন্দ্রাবলী নীরব হইল,
চতুরের চূড়ামণি কহিতে লাগিল।
তুমি তো রাখিবে মোরে গোপন করিয়া,
পিতা মাতা কি ভাবিবে মোরে না দেখিয়া ?
পলকের তরে মোর না হেরি' বদন,
ব্যাকুল বেদনে তাঁরা করয়ে রোদন
চারিদিকে লোকজন দিবে পাঠাইয়া,
নানাস্থানে বেড়াইবে আমারে খুঁজিয়া।
ব্রজের কোনই কুঞ্জ বাকী না রাখিবে,
সব অন্তঃপুর মাঝে দাসী পাঠাইবে।
খুঁজিবে সকল স্থান তন্ন তন্ন করি',
জিজ্ঞাসিলে তোমারে কি বলিবে সুন্দরি ?
লজ্জা পেয়ে অবশেষে যাইতে হইবে,
উভয়ের নামে কত কলঙ্ক রটিবে

জেনে শুনে হেন কাজ বল কেবা করে,
দুইদিক রক্ষা হবে ছেড়ে দাও মোরে।
চন্দ্রাবলী বলে যদি একান্ত যাইবে,
আর কিছুক্ষণ হেথা থাকিতে হইবে।
রজনী প্রভাত হ'তে বিলম্ব তো আছে,
সেই লাভ যতক্ষণ থাকো মোর কাছে।
দেখ যেন ভুলিও না তব এ দাসীরে,
নিতি নিতি এসে দেখা দিও অভাগীরে।
কিন্তু এক ভয় সদা অন্তরে আমার,
পাছে ভুলে যাও হ'লে নয়নের আড়।
শ্রীমতীর প্রেম ডোরে পড়িয়াছে টান,
এ সকল বাক্য শ্যাম শুনিতে না চান।
তবু নাগরীরে বলে হাসিয়া হাসিয়া,
লাভ কি হইবে বল বিলম্ব করিয়া ?
এখন গেলেও যাব, তখনও তাই,
দণ্ডেক অধিক থেকে কোনো ফল নাই
বরঞ্চ এখন যেতে শঙ্কা নাহি মানি,
দণ্ডেকের পরে ভয় লোক জানাজানি।
হেন বাক্য জালে নাগরীরে বুঝাইয়া,
গেল শ্যাম রাধাকুঞ্জে বিদায় হইয়া।
ললিতা প্রহরী ছিল নিকুঞ্জের দ্বারে,
হেনকালে শ্যামচাঁদ দেখা দিল তারে।
হেরিয়া নাগরে হ'লো পুলকিত মন,
প্রণয় কোপেতে কহে কপট বচন।

( ১২ )

কে হে তুমি বটে, কহ অকপটে, কেন হেথা আগমন ?
কিবা তব নাম, কোন্ দেশে ধাম, কি তোমার প্রয়োজন ?
ঢুলু ঢুলু আঁখি, নেশা খাও নাকি ? চোখ যে মেলিতে নার ;
টলমল অঙ্গ, এ কেমন রঙ্গ, সোজা না চলিতে পার।
আলু থালু বেশ, এলো মেলো কেশ, দংশনের চিহ্ন গায় ;
সিন্দুরের দাগ, তাম্বুলের রাগ, বদনেতে শোভা পায়।
বসনের ভার, সহে না তোমার, তাই বুঝি খ'সে পড়ে ;
ক'রে কত ঢঙ্গ, মেখে কালো রঙ্গ, এসেছ চাতুরী ক'রে।
গোকুল মাঝারে, আমরা তোমারে, কখনই দেখি নাই ;
এত রাত ক'রে, বনের ভিতরে, দেখে মোরা ভয় পাই।
মোরা সবে নারী, বুঝিতে না পারি, কেন এলে হেন বেশে ;
তোমার বদন, করি' নিরীক্ষণ, মনেতে সন্দেহ এসে।
লম্পটের বেশ, কপটের শেষ, সহজ মানুষ নও ;
এখনি এমন, পেলে রাজ্য ধন, না জানি যে কিবা হও।
হেন মনে লয়, ধূর্ত্ত নিরদয়, তোমার সমান নাই ;
তুমি চেনা যার, সে অভাগিয়ার, ত্রিভুবনে নাহি ঠাঁই।
শুনি পরে পরে, শ্রীনন্দের ঘরে, জন্মেছে অদ্ভুত ছেলে ;
বরণ তাহার, জিনিয়া অঙ্গার, তুলনা নাহিক মেলে।
একে তো প্রাচীন, তাহে পুত্রহীন, ছিল রাজা মনোদুখে ;
এমন সময়, পাইয়া তনয়, ভাসিতে লাগিল সুখে।
দরিদ্র যেমন, পাইলে রতন, আঁচলেতে বেঁধে রাখে ;
হেন শোনা যায়, রাজা রাণী তায়, রাখে সদা কাঁখে কাঁখে

আদর পাইয়া, মাথায় চড়িয়া, বেড়েছে বুকের পাটা ;
কত অত্যাচার, করে অনিবার, ব্রজে থাকা হ'লো ল্যাঠা।
গোপিনীর ঘরে, ননী চুরি করে, দধি ভাণ্ড ভেঙ্গে ফেলে ;
যদি তাড়া খায়, দু চক্ষু রাঙ্গায়, এমনি বিষম ছেলে।
শুনিনু শ্রবণে, ব্রজনারীগণে, যমুনায় গিয়েছিল ;
রাখিয়া দুকূলে, কালিন্দীর কূলে, সবে জলে ঝাঁপ দিল।
রাজপুত্র নাকি, দেখে দূরে থাকি, বসন লইল হরি' ;
কেমন নিলাজ, করিল এ কাজ, লাজ ভয় পরিহরি'।
গোপিনী সকল, আনিবারে জল, যমুনায় যায় যবে ;
আঁচলেতে ধ'রে, টানাটানি ক'রে, অপমান করে সবে।
আহিরিণী নারী, সহিতে না পারি, তার অত্যাচার যত ;
হ'য়ে অগ্নি প্রায়, আসি যশোদায়, শুনাইল কথা কত।
লাজ পেয়ে রাণী, হ'য়ে অভিমানী, রাখিল ছেলেকে বেঁধে ;
খুলিতে বলিল, তবু না খুলিল, সারা হ'লো কেঁদে কেঁদে।
আমাদের রাণী, কেন যে কি জানি, বেড়াতে বেড়াতে শেষে ;
নন্দের বাড়ীতে, মোদের সহিতে, উপনীত হ'লো এসে।
ধ'রে হাতে পায়, ছেলেটি তাঁহায়, বলিল মোচন তরে ;
দয়াময়ী রাই, শুনিয়া তাহাই, খুলে দিল ত্বরা ক'রে।
দেখিয়া তোমাকে, মনে পড়ে তাকে, তুমি-ই বা হবে সেই ;
হেন কালো আর, গোকুল মাঝার, আর কারো ঘরে নেই।
ভাল মুখে বলি, শীঘ্র যাও চলি, করিও না আর দেরী ;
না গেলে চলিয়া, কোটালে বলিয়া, হাতে পরাইব বেড়ী।

রাইয়ের দুয়ারে, অসি ল'য়ে ঘাড়ে, কোটাল হাজির রয়,
যাহার যেমন, দোষের গণন, শাসন তেমনি হয়।
ন্যায়ের বিচার, এক চুল তার, এদিক্ ওদিক্ নয়;
দেশে আর দশে, ঘোষে রাই যশে, প্রজা সব গায় জয়।
রাজপুত্র ব'লে, তোমারে সকলে, মানিবে ভেবেছ মনে;
শ্রীমতী আজ্ঞায়, বাঁধিয়া তোমায়, নিবে নন্দ নিকেতনে।
করি হে বারণ, কেন অকারণ, এত অপমান হবে;
লয়ে নিজ মান, করহ পয়ান, কেহ না জানিবে তবে।

( ১৩ )

ললিতার প্রতি, কহিলা শ্রীপতি, বাঁশরী বাজিল যেন;
আসিলে নিশিতে, পারিতে চিনিতে, এখন চিনিবে কেন?
রাত্রে চেনো যারে, দিনে ভোলো তারে, এই তোমাদের রীতি;
এদিকে সরলা, জান বেশ ছলা, শিখেছ উত্তম নীতি।
করেছিনু মনে, আসিব কাননে, যত তাড়াতাড়ি পারি;
কৈফতের দায়ে, যেতেম এড়ায়ে, এবে দেখি ল্যাঠা ভারি।
আসিবার তরে, সাজ গোছ ক'রে, বাহির বাড়ীতে গেনু;
কেমন করিয়া, বন্ধন ছিঁড়িয়া, পলাইল এক ধেনু।
পিতা মহাশয়, মোরে ডেকে কয়, ঝটিতি বাঁধিতে তায়;
বাঁধিতে যাইয়া, আছাড় খাইয়া, আঁচর লাগিল গায়।
সেই সে কারণ, নীলিমা বরণ, হ'য়েছে শরীর' পরে;
তাই দেখে আজ, বৃথা দাও লাজ, দংশনের সন্দ ক'রে।
পরেতে জননী, আসিয়া অমনি, যতনে মুছা'য়ে দিল;
ঘরেতে লইয়া, কোলে বসাইয়া, ক্ষীর ননী খাওয়াইল।

কিছুকাল বাদে, বিধাতার বাদে, খুড়া মহাশয় এলো ;
দুই ভাই মিলে, গল্প ফেঁদে দিলে, নিশি ক্রমে বেড়ে গেলো।
না হেরে উপায়, গিয়ে বিছানায়, পড়িলাম মাথা ঘুরে ;
বিরহ আগুন, জ্বলিল দ্বিগুণ, নিদ্রা পলাইল দূরে।
কথায় কথায়, র'লো তুলনায়, দ্বিপ্রহর হ'য়ে গেলো ;
ক্ষণেক এ পাশ, ক্ষণেক ও পাশ, ক'রে ক'রে ঘুম এলো।
শুইবার কালে, পাণ ছিল গালে, মুখ হ'তে গেছে প'ড়ে ;
সেই সে কারণে, বদনে বসনে, তার দাগ গেছে ধ'রে।
নিদ্রার আলসে, বস্ত্র গেছে খ'সে, কেশ পাশ এলোমেলো ;
জাগিয়া উঠিয়া, আসিনু ধাইয়া, সাজ করা নাহি গেলো।
আজ বৈকালেতে, মোদের গৃহেতে, সুবচনী বাটা ছিল ;
আদর করিয়া, সিন্দুর লইয়া, মা আমারে ফোঁটা দিল।
হেরে সেই দাগ, করিতেছ রাগ, শুনাতেছ কথা কত ;
বিধাতা সদয়, পেয়েছ সময়, বল বল ইচ্ছা যত।
কিন্তু জেনো সার, এই কালীয়ার সুশীলা রাধিকা প্রাণ ;
রাধিকা বিহনে, অন্য কোন জনে, হৃদে নাহি পায় স্থান।
অঙ্গার মতন, আমার বরণ, মোরে ব্যঙ্গ কর তেঁই ;
অঙ্গার মহিমা, নাহি জান সীমা, শোনো পরিচয় দেই।
নিজে বটে কালো, গুণ আছে ভাল, লাগে পর উপকারে ;
মাজিয়া অঙ্গারে, ধু'লে জল ধারে, জিনিসের মলা ছাড়ে।
বেশ ভূষা কালে, গৌরাঙ্গীর ভালে, কালো ফোঁটা দিলে পরে ;
তখন তাহার, বাড়ে যে বাহার, মুনি জন মন হরে।

নয়ন অঞ্জন, কালীয় বরণ, কালো পক্ষ্ম কালো মণি ;
যেন মধুকরে, বক্ষ' পরে ধ'রে, হাসে সরোজিনী ধনী।
তব সহচরী, জাগিয়া শর্ব্বরী, হয়েছে মলিন বলে ;
ল'য়ে মম কায়, ঘ'সে তার গায়, ধুয়ে দাও প্রেমজলে।
দেখিবে তখন, উজল কেমন, হইবে বরণ খানি ;
কাঁচা স্বর্ণ প্রায়, হবে আভা তায়, ভাল মতে ইহা জানি।
যদি এ কথায়, সন্দেহ না যায়, ল'য়ে চল তার কাছে ;
সম্মুখে থাকিয়া, লও পরখিয়া, তাতে কি আপত্তি আছে ?

( ১৪ )

এতক্ষণ ধ'রে, বৃন্দা চুপ ক'রে, সেখানে দাঁড়া'য়ে ছিল ;
সহিতে না পারি, এত বাড়াবাড়ি, তখন উত্তর দিল।
আই আই আই, লাজে ম'রে যাই, শুনে রাখালের বাণী ;
মুখে আসে যাহা, ব'লে যায় তাহা, গুরু লঘু নাহি মানি' !
রাখালের সনে, সদা ফিরে বনে, রাখালিয়া বুদ্ধি ধরে ;
ভদ্র আচরণ, শেখেনি কখন; জন্মিয়া রাজার ঘরে।
ধিক্ ধিক্ তারে, ধিক্ শতবারে, সেদিকেতে দৃষ্টি নাই ;
ধনী লোক তায়, দেখিতে না পায়, দূরে দূরে থাকে তাই।
চোরের সর্দ্দার, তাই অহঙ্কার, ছোট মুখে বড় কথা ;
কোন্ সাহসেতে, এসে এখানেতে, করিতেছে রসিকতা ?
রাই ও রাখাল, আকাশ পাতাল, ব্যবধান কম নয় ;
রাধা পূর্ণ শশী, শ্যাম অমাবসী, কিসে সমতুল হয়।
হইয়া নির্গুণ, গায় নিজ গুণ, কথা শুনে হাসি পায়,
বামন হইয়া, হাত বাড়াইয়া, চাঁদ ধরিবারে যায়।

রস বাতে ভার, করিয়াছে যার, সে যেন দৌড়িতে চায় ;
ইহার ও তেমন, শ্রীমতী-মিলন, মনে মনে সাধ যায়।
রাইকে দেখিয়া, চোক্ ঝলসিয়া, ঘুরে গেছে ওর মাথা ;
হ'য়ে জ্ঞান হত, পাগলের মতো, গাইছে প্রলাপ গাথা।
ডেকে যশোদারে, এই বেলা তারে, দিয়ে এস তার কাছে ;
নন্দেরে কহিয়া, বৈদ্য আনাইয়া, দেখুক কি হইয়াছে।
বৃন্দার বচনে, ব্যথা পেয়ে মনে, হতাশ হইল কালা ;
কহে সবিনয়ে, ব্যাকুলিত হ'য়ে, অন্তরে পাইয়া জ্বালা।
কৌতুক রাখিয়া, দেহ দেখাইয়া, কোথায় হৃদয়েশ্বরী ;
সারানিশি আজি, না হেরে প্রিয়াজী, আমি যে পরাণে মরি।
কোথা মোর হ'য়ে, দুটো কথা ক'য়ে, মানাইবে মানিনীরে,
সে কাজ না ক'রে, তাড়াইছ মোরে, অশনি হানিয়া শিরে।
বিপদ সময়, যে দেয় আশ্রয়, তারি যশ লোকে ঘোষে ;
অনাথ দেখিয়া, না চাহে ফিরিয়া, তারে চরাচরে দোষে।
দুখ জলধিতে, ভাসিতে ভাসিতে, এসেছি তোমার কাছে ;
যদি দয়া ক'রে, তুলে লও মোরে, তবে তো পরাণ বাঁচে।
ব্যাকুল হইয়া, হাত বাড়াইয়া, দিনু ধরিবার তরে ;
বদন ফিরা'য়ে, রয়েছ দাঁড়া'য়ে, বল গো কেমন ক'রে।
যদি চেষ্টা ক'রে, উঠিগে উপরে, তাহাতেও সেধে বাদ ;
নিঠুর হইয়া, পথ অগুলিয়া, ঘটা'তেছ পরমাদ।
বিরহ অনলে, একে মরি জ্ব'লে, তাতে হান বাক্যবাণ ;
বাহিরে ভিতরে, দগ্ধ হ'লে পরে, কেমনে বাঁচিবে প্রাণ ?

করি গো মিনতি, তোমাদের প্রতি, কুঞ্জ মাঝে চল নিয়া ;
প্রিয়ার বদন, করা'য়ে দর্শন, জুড়াও তাপিত হিয়া।

( ১৬ )

করুণ বচন, করিয়া শ্রবণ, মলিন বদন হেরে ;
সখীদের মন, গলিল তখন, রাগ দ্বেষ গেল ছেড়ে।
বৃন্দাদূতী তবে, বলিছে মাধবে, শোনহে রসিক রাজ ;
মানিনীর মান, বজ্রের সমান, ভাঙ্গা নহে তব কাজ।
আগে আমি গিয়া, আসি টের নিয়া, মানের আখুটি কত ;
ভাব অনুসারে, যা হয় বিচারে, করা যাবে সেই মতো।
আগে তুমি যাবে, ফল নাহি পাবে, ভাঙ্গিতে নারিবে মান ;
মাঝে থেকে ওঁর, বাড়িবে কদর, তুমি হবে অপমান।
একথা বলিয়া, শ্যামে প্রবোধিয়া, চলিল নিকুঞ্জ মাঝে ;
যথা বিনোদিনী, ব'সে একাকিনী, সাজিয়া মানের সাজে।
নিকটে যাইয়া, নীরবে চাহিয়া, রহিলেক কতক্ষণ ;
পরে হেসে হেসে, কহে রসে ভেসে, শোনো সখি দিয়ে মন।
যাঁহার কারণ, হেথা আগমন, রহিলাম নিশি জাগি' ;
মানিনী সাজিয়া, রয়েছ বসিয়া, এতক্ষণ যাঁর লাগি।
বিহনে যাঁহার, নিকুঞ্জ আঁধার, চারিদিক তমোময় ;
সে জন আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া, আনিতে কি আজ্ঞা হয় ?
বিরহ অনল, হইয়া প্রবল, দহিতেছে তাঁর হিয়া ;
উষ্ণ অশ্রুজল, ঝরিছে কেবল, তাঁহার নয়ন দিয়া।
বদন তাঁহার, পাণ্ডুবর্ণ সার, হয়েছে লাবণ্যহীন ;
এক নিশি তরে, না হেরিয়া তোরে, হইয়াছে অতি ক্ষীণ।

চেয়ে পথ পানে, কণ্ঠাগত প্রাণে, রয়েছে তৃষিত প্রায় ;
শুভ বার্ত্তাবারি, যদি দিতে পারি, তবে সে পরাণ পায় !
বিধির বিপাকে, পড়েছিল পাকে, আসিতে নারিল তাই ;
এই বুঝে মনে, ক্ষম গো এখনে, তাতে কোনো লজ্জা নাই।

( ১৭ )

বৃন্দার বচনে, ক্রোধ ক'রে মনে, ফিরিয়া বসিল রাই ;
বলিছে তখন, করিয়া গর্জ্জন, দয়া মায়া লেশ নাই।
তোমার মতন, নিলাজ এমন, দেখি নাই আমি আর ;
কেন গো সেকথা, বলিছ অযথা, মোর কাছে বার বার ?
শত্রুর মতন, কর আচরণ, কেন গো আমার সাথে ?
সে নাম কি ব'লে, শোনাও কৌশলে, অঙ্গ জ্ব'লে যায় যাতে।
নিভানো অনল, জ্বালা'য়ে কি ফল, হইবে তোমার সই ?
তোর আচরণে, বুঝিলাম মনে, আমি তোর কেহ নই।
যাহারে দেখিতে, নাহি লয় চিতে, কেন বল তার কথা ?
আনিতে তাহারে, নিকুঞ্জ মাঝারে, তোর কেন মাথা ব্যথা ?
যাহার কথায়, নিকুঞ্জে আসায়, জ্বলাই হইল সার ;
সে কি না এখন, ল'য়ে অন্য জন, সুখ করে আপনার।
মান অপমান, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান, যাহার নাহিক বোধ ;
তাহার সহিতে, আবার মিলিতে, কেন কর অনুরোধ ?
রতন ভাবিয়া, যতন করিয়া, ক'রেছিনু যারে মালা ;
কেমনে সে জন, করিল দংশন, সহিতে নারি যে জ্বালা।
বিষের জ্বালায়, জ্বালা'ল আমায়, ভিতর হইল কালো ;
এ বর্ণ আমার, নহে ঘুচিবার, পরাণে পশিল ভালো।

চুণ খেয়ে যার, মুখ একবার, পুড়িয়া গিয়াছে সই ;
হয় মনে তার, ভয়ের সঞ্চার, যদিও সে দেখে দই।
যার কথা এনে, বল এত টেনে, সে তো বিষধর ফণী ;
জেনে শুনে তারে, বল কি প্রকারে, করিব কণ্ঠের মণি ?
বদন মলিন, তনু তার ক্ষীণ, হইয়াছে নিশি জাগি' ;
চাতুরী বচন, করেছে রচন, সবে ভুলাবার লাগি'।
তুমি তো সরলা, নাহি বুঝ ছলা, না বুঝ কপট বাণী ;
এত কাল ধ'রে, সদা সঙ্গ ক'রে, তার তত্ত্ব নাহি জানি।
উপরে উপরে, ভদ্র বেশ ধরে, যেন কোনো দোষ নাই ;
ভিতর তাহার, সদা চক্রাকার, চক্রধর নাম তাই।
ভালবেসে নাকি, পড়েছি একাকী, চোরের দায়েতে ঠেকা,
নিয়ে অন্য ধনী, বঞ্চিবে রজনী, আমারে ফেলায়ে একা ?
তোমরা আমার, প্রাণের আধার, প্রাণের অধিক মানি ;
জেনে শুনে মোরে, কোন্ প্রাণ ধ'রে, দিতেছ গরল আনি' ?
আমার সহিতে, থাকিতে থাকিতে, ভালো নাহি লাগে আর ;
মারিয়া আমারে, দায় এড়াবারে, অভিপ্রায় সবাকার।
ধরি তব পায়, ব'লোনা আমায়, সে বিষধরের কথা ;
আসিতে না দিয়া, দেহ তাড়াইয়া, চলে যাক্ যথা তথা।

( ১৮ )

রাই কথা শুনি, হইয়া আগুনি, দূতী কহে ক্রোধে অতি ;
মঙ্গল বচন, না কর শ্রবণ, হইয়াছে ছন্ন মতি।
যে রোগীর' পরে, মৃত্যু চেপে পড়ে, ঔষধ না খেতে চায় ;
করমের ফেরে, রোগ যায় বেড়ে, শেষে করে হায় হায়!

তোমারে ও তাই, দেখিতেছি রাই, সময় হারাও হেলে ;
হেন শুভক্ষণ, পাবেনা কখন, বঁধুয়া চলিয়া গেলে।
দুই দিন পরে, রাগ যাবে প'ড়ে, একথা ভুলিয়া যাবে ;
তখন হাজার, মাথা কুটে আর, দরশন নাহি পাবে।
মন প্রাণ দিয়া, তোমারে কালীয়া, সততই ভাল বাসে ;
কোন্ প্রাণে তাঁরে, রাখিয়া দুয়ারে, আসিতে না দাও পাশে ?
তোমার মতন, কঠিন এমন, কেহ নাই এ ধরায় ;
মনের মানুষে, অল্প দোষে দূষে, কেবা কবে ঠেলে পায় ?
এই ধরাতলে, জানে তো সকলে, পুরুষ পরশ মণি ;
তাহার সহিতে, তুলনা করিতে, রমণী কি ছার গণি।
নারী জন্ম ধ'রে, কি সাহস ক'রে, এত তেজ কর তবে ?
আমার বচন, করিবে স্মরণ, কাঁদিতে হইবে যবে।
মানা করি তাই, ফিরা'ও না, রাই, তোমার নাগর চাঁদে ;
এই কালীয়ায়, পাবার আশায়, কত গোপিনীরা কাঁদে।
হাত ছাড়াইয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, পড়িবে কাহারো করে ;
ধরিয়া সে ধনী, রাখিবে তখনি, বাঁধিয়া প্রেমের ডোরে।
কহি গো বিশেষ, মম উপদেশ, শোনো যদি দিয়ে কাণ ;
সাপ ও মরিবে, লাঠী না ভাঙ্গিবে, অটুট রহিবে মান।
আজ্ঞা দাও মোরে, ধরিয়া নাগরে, নিয়ে আসি তব কাছে ;
দোষের মতন, করিও ভর্ৎসন, মনে তব যত আছে।
চরণ ধরিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, আকুল হইবে যবে ;
পরিহরি' রোষ, ক্ষমা ক'রো দোষ, দুই দিক রক্ষা হবে।

তাহা না করিয়া, যদি মান নিয়া, অহঙ্কারে থাকো বসি' ;
অনুতাপানলে, মরিবে যে জ্ব'লে, ফিরে গেলে কালো শশী।
উলটি তখন, ধরিয়া চরণ, নিজেই সাধিতে যাবে ;
তবু ও তাঁহারে, ফিরে আনিবারে, কখনই নাহি পাবে।
এত মান তবে, হত মান হবে, থাকিলে মানিনী বেশে ;
এখন যে জন, ধরিবে চরণ, ধরাবে চরণ শেষে।
আমি বলি তাই, শোনো ওগো রাই, তোমারি হিতের তরে ;
আমরা যাইয়া, আসি তারে নিয়া, তুমি থাকো মান ভরে।

( ১৯ )

কত মতে বৃন্দা সখী বুঝা'তে লাগিল,
শ্রীমতী তাহার কথা কাণে না তুলিল।
উলটি তাঁহারে আরো করিল ভৎর্সনা,
হেথা কেন এলে করিবারে দূতীপনা ?
তব প্রভূ নিশি পোহায়েছে যার সনে,
পুরস্কার পাবে যাও তাহার সদনে।
তোমার রকম দেখে অঙ্গ যায় জ্ব'লে,
আমার দুঃখেতে তুমি হাস কিবা ব'লে ?
বাঁশীতে তোরেও বুঝি বশ করিয়াছে,
ভাল মন্দ বিচারের শকতি গিয়াছে।
অবাক হয়েছি আমি তব ব্যবহারে,
আর কোন্ মুখে বলো ডাকিতে তাহারে ?
শুনিতে না চাই আমি কারো কোনো কথা,
তবে কেন হেথা এসে বকি'ছ অযথা ?

যথা ইচ্ছা তথা তারে বল তুমি যেতে,
আর যেন নাহি এসে আমার কুঞ্জেতে।
আমা হ'তে প্রিয় তব হইল যে জন,
ইচ্ছা হয় তার সনে করহ গমন।
তোমারি কথায় গলে দিনু এই ফাঁস,
দড়ি ধ'রে টেনে এবে কর উপহাস।
ছলনার কথা এত শিখেছ যেথায়,
শত শত নমস্কার সে গুরুর পায়।
তোমার চাতুরী জালে ভুলে একবার,
যে শিক্ষা পেয়েছি, পুন নাহি ভুলি আর।
মিছেমিছি আর তুমি বকা'ওনা মোরে,
চ'লে যাও হেথা হ'তে যথা মন সরে।
এত বলি বিনোদিনী মুখ ফিরাইল,
বৃন্দা সহচরী তবে বলিতে লাগিল।
আপনার দোষ তুমি না দেখ নয়নে,
বিনা দোষে দোষী কেন কর অন্য জনে?
এক দিন শ্যাম চাঁদে দেখাইব ব'লে,
তোমারে লইয়াছিনু যমুনার জলে।
সেই দেখা দেখে বাঁধা পড়িলে আপনি,
এখন আমারে দোষো,—বিচার এমনি।
ক্ষুদ্র রত্ন নহে সে যে সিন্ধুকে থাকিবে,
সর্ব্বত্র ভ্রমিবে সদা—সবাই দেখিবে।

আরো তো রমণী আছে গোকুল মাঝারে,
পাগল হ'য়েছে কেবা দেখিয়া তাহারে ?
আপনার দুর্ব্বলতা নাহি দেখ চোখে,
বৃথা দোষে দোষী এবে কর অন্য লোকে।
হিত উপদেশ আমি আসিলাম দিতে
কপালের দোষে হ'লো দোষ ভাগ নিতে।
যাহা ইচ্ছা কর আর কিছু বলিব না,
শেষে আর কোনো অনুরোধ শুনিবনা।
লোকে বলে যার বিয়ে তার নাই মনে,
প্রতিবেশী ঘুম ত্যজি খাটে সর্ব্বক্ষণে।
তুমি যদি নাহি চাও আনিবারে তায়,
আমাদের এত কিবা প'ড়ে গেছে দায়!
এখনি নিকুঞ্জ হ'তে বের করে দিব,
কার তরে আশা দিয়ে তাহারে রাখিব ?
এত বলি বকিতে বকিতে ক্রোধ ভরে,
আসিলেন বৃন্দা দূতী শ্যামের গোচরে।
মনোভাব গোপন করিয়া শ্যামে কয়,
যে মান হয়েছে বড় সহজ তো নয়।
তোমার হইয়া কত বুঝালেম তাঁরে,
কিছুতে না পারিলাম মান ভাঙ্গিবারে।
কাঞ্চণ ত্যজিয়া কেন কাঁচে দিলে মন ?
নিজ দোষে হারাইলে এ অমূল্য ধন

কোনো মতে নারি তারে করিবারে দোষী,
তব লাগি' কাঁদিয়াছে সারা নিশি বসি'।
নিজ পায়ে নিজ হাতে মেরেছ কুঠার,
চ'লে যাও হেথা হ'তে লাভ নাহি আর।

( ২০ )

আশায় বাঁধিয়া বুক ছিল শ্যাম রায়,
মাথায় পড়িল বাজ বৃন্দার কথায়।
কাতর হইয়া তবে বলিতে লাগিল,
এত দিনে বিধি বুঝি নিদয় হইল!
দয়া ক'রে তার কাছে ল'য়ে চল মোরে,
একবার সেধে দেখি হাতে পায়ে ধ'রে।
কি উত্তর দেয় মোরে বিনোদিনী রাই,
তাহার মুখের কথা শুনে আমি যাই।
একান্তই যদি মোরে যেতে হয় ফিরে,
ত্যজিব এ ছার প্রাণ যমুনার নীরে।
সহিতে নারিব তার বিরহ অনল,
রাই যারে বাম তার জীবনে কি ফল?
মরিবার পূর্ব্বে আমি দুনয়ন ভ'রে,
প্রাণ প্রেয়সীরে দেখে যাই ভাল ক'রে।
শ্যামের কথায় সবে হইল কাতর,
বৃন্দা তাঁরে ল'য়ে গেল নিকুঞ্জ ভিতর।
শ্যামেরে আসিতে দেখে মানিনী কিশোরী,
ফিরিয়া বসিল অঙ্গ বসনে আবরি'।

নিকটে দাঁড়ায়ে শ্যাম চোরের মতন,
বলিতে লাগিল তারে করুণ বচন।

( ২১ )

একি অপরূপ, দেখি তব রূপ, এরূপ বিরূপ কেন ?
আমারে দেখিয়া, কথা না কহিয়া, রয়েছ অচেনা যেন।
আরো চমৎকার, দেখি যে তোমার, ব্যবহার মোর প্রতি ;
যাহা অসম্ভব, করিতে সম্ভব, হইয়াছ যত্নবতী।
মেঘ কি কখন্, হয় সমর্থন, লুকা'তে দামিনী ছটা ?
নীলাম্বরী দিয়া, রূপটি ঢাকিয়া, বাড়া'লে রূপের ঘটা।
কিবা অপরাধে, দোষী ও শ্রীপাদে, ব'লে দাও মানময়ী ;
তব তোষ তরে, প্রায়শ্চিত্ত ক'রে, পাপ হ'তে মুক্ত হই।
বিচ্ছেদ অনলে, সারা নিশি জ্ব'লে, একেতো হয়েছি সারা ;
তাহার উপরে, মান দায়ে প'ড়ে, আমি তো যাইব মারা।
তাড়াতাড়ি ক'রে, সুধার সাগরে, আসিনু জুড়াতে কায় ;
দুরাদুষ্ট ফলে, সুধার বদলে, গরল উঠিল তায়।
শোনো প্রাণেশ্বরি, অনুনয় করি, বারেক ফিরিয়া চাও ;
অমৃত বচন, করিয়া সেচন, শীতল্ করিয়া দাও।
আসিবার তরে, সব ঠিক ক'রে, খুঁজিতে ছিলাম ফাঁক ;
বিধির বিপাকে, নিজে প'ড়ে ফাঁকে, ঘুচেগেল সব জাঁক।
সে দুখের বাণী, জানে বৃন্দারাণী, ললিতাও সবিশেষ ;
তা'হতে শুনিয়া, বধ কি লাগিয়া, নাহি কি দয়ার লেশ ?
তিলেক লাগিয়া, যারে না হেরিয়া, বাহিরায় মম প্রাণ ;
কোন্ প্রাণ ধ'রে, হানিছে সে মোরে, মান রূপ বিষবাণ ?

তুমি মম জপ, তুমি মম তপ, তুমি নয়নের মণি ;
তুমি মম ধ্যান, তুমি মম জ্ঞান, তোমা ধনে আমি ধনী।
আমি দেহ ছার, তুমি প্রাণ সার, আমি মীন তুমি বারি ;
বল গো কেমনে, তোমার বিহনে, বাঁচিয়া থাকিতে পারি।
তুমি মম আশা, তুমি মম বাসা, তুমি মম কর্ম্ম কাজ ;
অশনে বসনে, শয়নে স্বপনে, বিরাজিছ হৃদি মাঝ।
প্রাণ বের হ'লে, দেহকার বলে, টিকিয়া থাকিতে পারে ?
তুমি যদি মোরে, যাও ত্যাগ ক'রে, ম'রে যাব একেবারে।
তুমি তো আদরে, দিয়েছ গো মোরে, রাধিকা বল্লভ নাম ;
আমিও তোমারে, রেখে বাম ধারে, মিশে হই এক ঠাম।
সে যুগ বন্ধন, যদি গো এখন, কেটে ফেলো জোর করি' ;
কেমন করিয়া, অৰ্দ্ধ দেহ নিয়া, বাঁচিব গো প্রাণেশ্বরি ?
অলপ বয়সে, প'ড়ে প্রেম রসে, অকালে মরিতে হ'লো ;
মনের বাসনা, কিছু মিটিলনা, এই দুঃখ মনে র'লো।
তোমার চরণে, ঢেলে প্রাণ মনে, নিশ্চিন্ত হইয়া আছি ;
তুমি যদি মার, মারিতেও পার, বাঁচালে পরাণে বাঁচি।
শোনো প্রাণেশ্বরি, মোরে কৃপা করি, রক্ষা কর দাস ভেবে ;
এ আশ্রিত জনে, বধিলে এখনে, সাধিয়া কলঙ্ক নেবে।
বরঞ্চ বাঁচিলে, কাজেতে লাগিলে, লাগিতেও পারি কত ;
যদি প্রাণে মরি, যাব পরিহরি, চির জনমের মত।
এত অল্প দোষে, অসীম আক্রোশে, বধিয়া কি ফল পাবে ;
প্রণয়ী জনারে, প্রণয়িনী মারে, এই কথা র'য়ে যাবে।

সখীর সমাজে, সদা রবে লাজে, দেখাতে নারিবে মুখ ;
আমার কারণ, পাইবে লাঞ্ছন, এই ভেবে ফাটে বুক।
নিজে যে মরিব, তাতে না ডরিব, তোমারি কারণে ভয় ;
ভালবাসি যারে, দোষ দেবে তারে, একি কভু প্রাণে সয় ?
ধরি শ্রীচরণে, এ অধীন জনে, ক্ষমা কর এইবার ;
করিলাম পণ, থাকিতে জীবন, এমন হবে না আর।
আর কেন দাসে, দহিছ হুতাশে, ক্ষমা দাও তব মানে ;
দিয়ে প্রেম সুধা, নিবার এ ক্ষুধা, আর তো বাঁচিনে প্রাণে
এত বলি কানু, হ'য়ে নত জানু, রাইয়ের চরণ ধরি' ;
নয়নের জলে, কত মতো ব'লে, সাধিল যতন করি'।
তবু রাধারাণী, কহিল না বাণী, তুলিল না নত মুখ ;
হেরি রসময়, সকাতরে কয়, শুনিতে বিদরে বুক।
এত যে প্রকারে, সাধিনু তোমারে, তবু না ঘুচিল মান ;
মানের অনল, হইয়া প্রবল, পোড়াতেছে মম প্রাণ।
প্রাণ ছাড়া হ'য়ে, দেহভার ব'য়ে, বল কি বা প্রয়োজন ;
যমুনার নীরে, ত্যজিয়া শরীরে, এড়াইব জ্বালাতন।
এই নেও ধড়া, নেও গুঞ্জ ছড়া, এই নেও চূড়া বাঁশী ;
তব পদতলে, রাখিনু সকলে, প্রাণে যারে ভালবাসি।
যাহার কারণ, এ সব ধারণ, সে যদি বিমুখ হ'লো ;
কার তরে আর, এ সব আমার, প্রয়োজন হবে বলো।
বিরহেতে জ্ব'লে, রাধা রাধা ব'লে, বাজাতেম বাঁশী যবে ;
হিয়ার অনল, হইত শীতল, ভাসিতেম সুখার্ণবে।

যাঁর নাম ধরি, সাধিনু বাঁশরী, সে যদি ত্যজিল মোরে ;
তাঁর বাঁশী তায়, দিয়ে পুনরায়, চ'লে যাই চির তরে।
এবে তব পায়, মাগি গো বিদায়, ক্ষমা কর যত দোষ ;
প্রসন্ন অন্তরে, যেতে দাও মোরে, মনেতে রেখো না রোষ।
শোনো সখীগণ, ক'রো না গ্রহণ, মম অপরাধ যত ;
বিদায় হইয়া, যাই গো চলিয়া, চির জনমের মতো।
এই নিবেদন, করি গো এখন, তোমা সকলের ঠাঁই ;
মম প্রাণ ধনে, রাখিও যতনে, সঁপে দিয়ে চলে যাই।
পূর্ব্বের ঘটন, করিয়া স্মরণ. যদি সন্তাপিত হয় ;
প্রবোধ বচনে, তুষি ও যতনে, দুঃখ যেন নাহি রয়।

( ২২ )

কেঁদে কেঁদে শ্যামচাঁদ বাহির হইল ;
যেতে যেতে ফিরে ফিরে চাহিতে লাগিল।
ক্ষণেক দাঁড়া'য়ে থাকে ক্ষণে চ'লে যায় ;
নিকুঞ্জ ছাড়িয়া পদ উঠিতে না চায়।
এইরূপ ক'রে শ্যাম বাহির হইল ;
সখীগণ শ্রীরাধারে বলিতে লাগিল।
কি করিলি, অভাগিনি, কি করিলি আজ ;
কোন্ প্রাণ ধরিয়া করিলি হেন কাজ !
মানের আবর্ত্তে হেন প্রেম ডুবাইলি ;
অল্প দোষে নাগরেরে কেন তাড়াইলি ?
বাঁচে কি না বাঁচে বঁধু নিশ্চয় তো নাই ;
হায়, হায়, কি করিলি ও পাষাণী রাই !

কত ক'রে পায় ধ'রে সাধিল তোমারে ;
তবুও রহিলে তুমি মত্ত অহঙ্কারে।
যাইবার কালে কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া ;
আমাদের করে দিল তোমারে সঁপিয়া।
তুমি তাঁরে কষ্ট দিলে তাহা না গণিল ;
তব কষ্ট হবে ভেবে চিন্তিত হইল।
হেন দরদীরে বল কোন্ প্রাণ ধ'রে ;
হাতে পেয়ে অবহেলে দিলে বের ক'রে।
আমাদের কোনো কথা না শুনিলে কাণে
মাতিয়া রহিলে নিদারুণ অভিমানে।
প্রেমের দুয়ারে কি লো খাটে এত মান ;
হেন প্রেম শিখেছিলে কার সন্নিধান ?
কেঁদে কেঁদে শ্যামচাঁদ গেল যমুনায়,
কপালে কি আছে তাহা বলা নাহি যায়।
তাঁর দশা দেখে প্রাণ ছট্‌ফট্ করে,
সহিতে না পারি' দুঃখ, ডুবে বুঝি মরে।
ব'সে ব'সে খাও জল্ ধু'য়ে ধু'য়ে মান ;
এ জন্মে সাধিতে আর আসিবে না কান।
তব সঙ্গে প্রেম ক'রে এই তো হইল ;
প্রেমের দায়েতে প'ড়ে প্রাণ হারাইল।
রমণী নামের কীর্ত্তি ভালই রাখিলে ;
প্রেমের দোহাই দিয়ে নাগরে বধিলে।

নারী কুলে তব নাম ধন্য করিবারে ;
বিধাতা পাষাণ দিয়ে গড়িল তোমারে।
এতেক ভর্ৎসনা শুনি চমক হইল ;
দুঃখিত হইয়া রাই বলিতে লাগিল।

( ২৩ )

কি বলিলি সহচরি, সত্য না কি প্রাণ হরি,
কুঞ্জবন ছেড়ে চলে গেছে ?
অথবা ছলনা ক'রে মন বুঝিবার তরে,
কোনোখানে লুকা'য়ে রয়েছে ?
আমার মাথার কিরে, আসিতে বলগে ফিরে,
মম অপরাধ ক্ষমা করি' ;
এবার আসিলে পরে, রাখিব মাথায় ক'রে
চরণ সেবিব প্রাণ ভরি'।
সহজে যদি না আসে, আমি যাব তাঁর পাশে,
সাধিব ধরণী লুটাইয়া ;
দেখিব কেমন ক'রে, ছাড়াইয়া যায় মোরে,
প্রাণ দিব চরণে বাটিয়া।
হায়, হায়, কি করিনু, অবহেলে হারাইনু,
হাতে পেয়ে স্বরগের চাঁদে ;
যে চাঁদ পাবার তরে, কত নারী ধ্যান করে,
না পাইয়া দিবা নিশি কাঁদে।
অভাগীর শুভক্ষণে, পাইয়া এমন ধনে,
না পারিনু করিতে যতন ;
হেন যতনের ধনে, থাকে কি গো অযতনে,
তাই বুঝি কৈল পলায়ন ?

তাঁর নাই কোনো দোষ, আমিই তো ক'রে রোষ,
বাহির করিয়া দিনু তাঁরে ;
হ'য়ে এত মান হত, তবু কেঁদে কেঁদে কত,
সবিনয়ে সাধিল আমারে।
তোমরা ও সবে মিলে, কত মতে বুঝাইলে,
সকলি তো হইল বিফল ;
শ্রবণেতে সিসে ঢেলে, তোমাদের কথা ঠেলে,
এবে ভুগিতেছি তার ফল।
এতক্ষণ দাঁড়াইয়া বাক্য সুধা বরষিয়া
শীতল করিতেছিল প্রাণ ;
আমি তার বিনিময়ে, কাল ভুজঙ্গিনী হ'য়ে,
দংশিয়া দিলেম প্রতিদান।
আমি তো পাষাণী বটে, নহিলে হেন কি ঘটে,
মোর মতো দেখেছ কি আন্ ?
সত্যই আমার হিয়া, কঠিন পাষাণ দিয়া,
পোড়া বিধি ক'রেছে নির্ম্মাণ।
নতুবা কে প্রাণ ধ'রে, আপন নাগর' পরে,
করে হেন মন্দ ব্যবহার ;
নাগরী নাগরে পেলে, সুখে দেয় প্রাণ ঢেলে,
আমি কৈনু অন্যথা তাহার।
আমি তো গো চাতকিনী, দেখে কালো কাদম্বিনী,
মনে হয় কতই উল্লাস ;
সে মেঘের সুধা যদি, পান করি নিরবধি,
মেটে না তো মনের পিয়াস।

যদিও সৌভাগ্যগুণে, আমার মিনতি শুনে,
কালো মেঘ উদয় হইল ;
গুড়ু গুড়ু গরজন, শুনিয়া তৃষিত মন,
আনন্দেতে নাচিতে লাগিল।
বারেক ফিরিয়া তাঁরে, সাধ হ'লো দেখিবারে,
লজ্জা আসি শিরেতে ধরিল ;
নিজের আঁচল খুলি,' চ'খে মোর দিল ঠুলি,
পিয়া পানে চাহিতে না দিল।
তবে কতক্ষণ গতে, সেই কালো মেঘ হ'তে,
বাক্য সুধা ঝরিতে লাগিল ;
পাগল করিল মোরে, সেই সুধা পান তরে,
মন প্রাণ ব্যাকুল হইল।
যখন চরণ ধ'রে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মোরে,
সাধিতে লাগিল শ্যামরায় ;
বারেক অপাঙ্গ ঠারে, হেরিয়া ছিলেম তাঁরে,
মনে হ'লে বুক ফেটে যায়।
হেরে সুধাধার পানে, প্রাণ কি ধৈরয মানে,
অস্থির হইনু পিপাসায় ;
করিতে সে সুধাপান, মাতিয়া উঠিল প্রাণ,
বিধাতা সাধিল বাদ তায়।
মান ঝড় বহাইয়া, মেঘে দিল উড়াইয়া,
মিটিল না অভাগীর আশ ;
পিপাসায় প্রাণে মরি, সখি, কি উপায় করি,
হায়, হায়, হ'লো সর্ব্বনাশ!

পূর্ব্ব কথা হৃদি' পরে, গাঁথা আছে থরে থরে,
যবে হয় সে সব স্মরণ;
আমাতে আমি না রই, পাগলিনী প্রায় হই,
কানু লাগি' দহয়ে জীবন।
মোরে দেখিবার ছলে, ছেড়ে দিত গাভী দলে,
আমাদের বাড়ীর ভিতরে;
ধেনু হারায়েছে ব'লে তার অন্বেষণ ছলে,
প্রবেশ করিত তার পরে।
রন্ধন শালায় থাকি', দেখিতাম ঝাঁকি' ঝাঁকি',
তাঁহার যতেক চতুরালী;
এদিক ওদিক ক'রে, ধেনু খুঁজিবার তরে,
আমারে খুঁজিত বনমালী।
আমার গৃহের পাশে, আসিত দেখার আশে,
ইসারা করিত পিছ দিয়া;
নবনী থাকিত সাথে, তার কিছু দিত হাতে,
জানালায় হাত বাড়াইয়া।
একদিন চাহি' জল, পিপাসা করিয়া ছল,
এসেছিল আমাদের বাড়ী;
শাশুড়ীর কাছে যেয়ে, সবিনয়ে জল চেয়ে,
দাঁড়া'য়ে রহিল বংশীধারী।
শাশুড়ী রন্ধনাগারে, পাঠাইয়া দিল তাঁরে,
জল পান করিবার তরে;
আমার নিকটে এসে, জল চেয়ে হেসে হেসে,
হাত বাড়াইয়া দিল পরে।

আপনার ঘর থেকে, শাশুড়ী বলিল ডেকে,
শুধু জল দিও না কো হাতে ;
বলাইয়েরে বসাইয়া, ক্ষীর সর ননী দিয়া,
খেতে দাও পেট ভরে যাতে।
মনের আতঙ্ক গেল, দেহে যেন প্রাণ এলো,
আহ্লাদে হ'লেম আটখানা ;
আসন পাতিয়া ঘরে, ডাকিনু ইশারা ক'রে,
কেবা আর শোনে কার মানা।
গৃহ মাঝে প্রবেশিয়া, বসিল আড়ালে গিয়া,
কেহ যেন না পায় দেখিতে ;
আসন উঠা'য়ে নিয়া, সেইখানে বিছাইয়া,
পুনরায় দিলেম বসিতে।
ক্ষীর সর ননী দিয়া, দিনু থালা সাজাইয়া,
জল ভ'রে দিলেম গেলাসে ;
সেই সব রেখে পাতে, ধরিয়া আমার হাতে,
বসাইল তাঁর বাম পাশে।
উলটি আমারে হরি, দৃঢ় আলিঙ্গন করি,
প্রেম সুধা করিলেন দান ;
সে সুধা রাশির আগে, ক্ষীর সর কোথা লাগে,
মনোসাধে করিলেম পান।
যত খাই সেই সুধা, তত যেন বাড়ে ক্ষুধা,
তৃপ্তি নাহি হয় হৃদয়েতে ;
মনে হ'লো সব ছেড়ে, তাঁহার বদন হেরে,
ডুবে থাকি সুধা সাগরেতে।

কানু যবে চ'লে গেলো, কুটিলা বাহিরে এলো,
মায়ে বলে কি কাজ করিলি ?
হ্যাঁলো ও পোড়ার মুখি, এ ক'রে কি হ'লি সুখী,
বধূরে নাগর ডেকে দিলি ?
দেখে এ কুটনী কাজ, অন্তরেতে হয় লাজ,
মনে হয় গলে দেই দড়ি ;
কিংবা খেয়ে হলাহলে, অথবা যমুনা জলে,
ডুব দিয়া এখনই মরি।
শুনিয়া কুটিলা বাণী, বলে শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী,
কি জানি বুঝিতে কিছু নারি ;
কালারে দেখিলে পরে, ইচ্ছা হয় করে ধ'রে,
বুকে টানি দুবাহু পসারি'।
সে যখন যাহা চায়, না দিয়ে থাকা না যায়,
দিলে বড় তুষ্ট হয় মন ;
ইচ্ছা হয় কোলে ক'রে, খাওয়াই উদর ভ'রে,
ক্ষীর সর দধি ও মাখন।
তুই তো বাড়ীতে ছিলি, তাই কোন্ বাধা দিলি,
আমার তো ভুল হ'য়ে যায় ;
কন্যা কহে ক্রোধে অতি, যেচে দিলি উপপতি,
বাধা দিতে আমার কি দায়।
এ প্রকারে মায়ে ঝিয়ে, কলহ বাধা'য়ে দিয়ে,
চুপ হ'লো কতক্ষণ পরে ;
আমি মনে মনে হাসি, ননদিনী সর্ব্বনাশী,
জব্দ হ'য়ে গেল খুব ক'রে।

লুকোচুরি খেলিবারে, গোদের বাড়ীর দ্বারে,
সাঙ্গ পাঙ্গ লইয়া যাইত;
বলাই থাকিত সাথে, এড়াইতে তাঁর হাতে,
কালা কত চাতুরী খেলিত।
বুড়ী সাজাইয়া তাঁরে, বসা'য়ে রাখিত দ্বারে,
যেন কোনোখানে যেতে নারে;
তা হ'লে আমার সঙ্গে, নিরাপদে মনোরঙ্গে,
প্রেম খেলা খেলিবারে পারে।
কানু চোর হ'তো সেধে, বুড়ী দিত চোক বেঁধে,
আর সবে যেত লুকাইতে;
লুকানো হইলে পরে, বুড়ী ছেড়ে দিত চোরে,
চোর যেত সকলে খুঁজিতে।
এ বাড়ী ও বাড়ী ক'রে, পশিয়া মোদের ঘরে,
আমারই সন্ধানে ফিরিত;
যেখানে দেখিত মোরে, খুঁজিবার ছল ক'রে,
সেইখানে বিলম্ব করিত।
নিতি নিতি হেন মতে, ছল ক'রে শতে শতে,
দেখা দিতে করিত যতন;
হায়, হায়, এবে তাঁরে, না হেরিয়া কি প্রকারে,
করিব এ জীবন ধারণ!
এক মুখে কব কত, যদি হতো শত শত,
তবু করা যেত না বর্ণন;
কহিতে পিয়ার গুণ, বেড়ে যায় শত গুণ,
দুগ্ধ আবর্ত্তনের মতন।

বঁধুয়ারে নাহি পেলে, যমুনায় দেহ ঢেলে,
কিংবা বিষ খাইয়া মরিব ;
ধ'রে যে পাষাণ প্রাণ, কৈনু তাঁর অপমান,
হেন প্রাণ কভু না রাখিব।
যাও সখি শীঘ্র গতি, নিয়ে এস প্রাণ পতি,
আর তো বাঁচিনে আমি প্রাণে ;
যতক্ষণ নাহি পাব, অন্ন জল নাহি খাব,
বসিয়া রহিব তাঁর ধ্যানে।

( ২৪ )

কাঁদিতে কাঁদিতে রাই অজ্ঞান হইল,
ইহা দেখি সখীগণ প্রমাদ গণিল।
কেহ কেহ ঢালে শিরে সুবাসিত বারি,
কেহ বা বাতাস করে এসে তাড়াতাড়ি।
কিছুক্ষণ পরে যবে হইল চেতন,
উঠা'য়ে বসা'ল তাঁরে করিয়া যতন।
এত যে রাধার প্রতি ক্রোধ করেছিল,
সে ভাব ভুলিয়া এবে বলিতে লাগিল।
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন,
তোমার কপালে ছিল এ দুঃখ লিখন।
নতুবা আপন কাছে পাইয়া নাগরে,
নাগরী কি পারে তারে দিতে বের ক'রে ?
যা হবার হ'য়ে গেছে শোক পরিহরি',
চল এবে গৃহে যাই, পোহা'ল শর্ব্বরী।

প্রভাত হইলে তাঁরে খুঁজিয়া দেখিব,
সাক্ষাৎ পাইলে মোরা ধরিয়া আনিব।
একান্তই যদি নাহি পাই দরশন,
যমুনা জীবনে সবে ত্যজিব জীবন।
এতবলি সখীগণ কুঞ্জ তেয়াগিয়া,
রাধার আলয়ে গেল সকলে মিলিয়া।
পরদিন শ্রীকৃষ্ণেরে লাগিল খুঁজিতে,
তবু কেহ না পাইল তাঁহারে দেখিতে।
শ্রীমতী বিরহানলে জ্বলিতে লাগিল,
হা নাথ, হা নাথ, বলি' আহার ত্যজিল।
রাত্রিতে না হয় নিদ্রা, মাথা সদা ঘুরে,
তৈল বিনা জটা হ'লো চাঁচর চিকুরে।
পালঙ্ক ছাড়িয়া কৈল শয্যা মৃত্তিকায়,
লোক লাজে করে কাজ মন নাহি চায়।
শুকাইল চন্দ্র মুখ বর্ণ হ'লো কালি,
তেয়াগিল বেশ ভূষা বিনে বনমালী।
হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ, বলি' দিবস রজনী,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হ'লো রাই ধনী।
মনের অনল চেপে, সখীগণ শেষে,
লাগিল প্রবোধ দিতে অশেষ বিশেষে।

( ২৫ )

কত দিন পরে, শ্রীরাধার ঘরে,
এলো এক নাপিতিনী ;
কালীয় বরণী, মধুর চাহনি,
মনোরমা সুহাসিনী।

নাকের বাহারে, তিল ফুল হারে,
কমল নয়নী ধনী ;
চিকন তাঁহার, কাঁকাল বাহার,
আহা কি রূপের খনি !
ধীরে ধীরে এসে, মৃদু হেসে হেসে,
বসিল রাইয়ের ঠাঁই ;
কহে, বিনোদিনি, আমি নাপিতিনী,
তোমারে কামা'তে চাই।
দাও শ্রীচরণ, করি প্রক্ষালন,
নখগুলি সব কাটি' ;
চন্দন ঘসিয়া, অলক্তক দিয়া,
ক'রে দেই পরিপাটী।
জটিলা কুটিলা, আসি দাঁড়াইলা,
হেরিয়া রূপের ঠাম ;
বলে, ওগো ধনি, কাহার ঘরণী,
কোথায় তোমার ধাম ?
মুচকি হাসিয়া, মুখ নামাইয়া,
রমণী কহিছে ভাষ ;
গোকুল ভিতরে, অল্প দিন ধ'রে,
এসেছি করিতে বাস।
শাস্ত্রের বচন, রমণী কখন,
স্বামী নাম নাহি লয় ;
আমি যাঁর পায়ে, রয়েছি বিকায়ে,
"রা" আদিতে নাম হয়।

একথা শুনিয়া, দুজনে মিলিয়া,
চ'লে গেলো আন্ মনে ;
মা বলে ও কুটি, হেন আর দুটি,
আছে না কি বৃন্দাবনে ?
দেখিলে তাহায়, মন ভুলে যায়,
চক্ষু যেন পদ্ম ফুল ;
কথা বড় মিষ্টি, মধুময় দৃষ্টি,
রূপের নাহিক ভুল।
মুখ বাঁকাইয়া, ঝাপ্টা মারিয়া,
কুটিলা বলিছে বেঁকে ;
মোর মনে লয়, সতী কভু নয়,
ভাল নাহি চ'খে ঠেকে।
সহিতে না পারি, এত বাড়াবাড়ি,
কুটিলার অহঙ্কার ;
জটিলা তখন, করিয়া গর্জ্জন,
বলিল কন্যাকে তার।
সবাই অসতী, তুই বড় সতী,
আহা লো সতীর চূড়া ;
কৃষ্ণের ব্যারামে, শ্রীনন্দের ধামে,
সতীগিরি হ'লো গুঁড়া।
ঘরের বধূরে, হিংসানলে পুড়ে,
দিলি কত অপবাদ ;
কলঙ্ক তাহার, ঘুচিল সেবার,
তোর হ'লো পরমাদ।

ভাইকে ডাকিয়া, বনে গেলি নিয়া,
দেখাতে বৌয়ের দোষ ;
তার ধর্ম্মে টান, দেখিয়া আয়ান,
তোরেই করিল রোষ।
এতেক ভর্ৎসন, করিয়া শ্রবণ,
কুটিলা গর্জ্জিয়া কয় ;
তুই কি প্রকারে, বলিস্ আমারে,
মনে নাহি লাজ হয় ?
বড় স্পর্দ্ধা করি', লইয়া গাগরি,
গেছিলি তো তাড়াতাড়ি ;
ওলো চোক্‌খাকি, পেরেছিলি না কি,
আনিতে যমুনা বারি ?
ছিদ্র আছে যার, সে কি না আবার,
খোঁটা দিতে পারে পরে ;
বুড়ী হ'য়ে গেলি, বুঝিতে না পেলি,
আর কি বুঝাব তোরে।
গোকুলের নারী, সব গেলো হারি',
কালের কুটিল গতি ;
সতী যারা ছিল, অসতী হইল,
অসতী হইল সতী।
বল্ ঠিক ক'রে, গোকুল ভিতরে,
এ বৈদ্য কে দেখেছিল ?
জানা শোনা নাই, ত্বরা আসিয়াই,
কোথা হ'তে দেখা দিল।

মোর মনে হয়, বৈদ্য কিছু নয়,
ছদ্মবেশী যাদুকর ;
যাদু বিদ্যা জানে, এসেছে এখানে,
নাহি তার আত্মপর।
কি জানি কেমনে, বৌ ছুঁড়ীর সনে,
করিয়াছে পরিচয় ;
লোক পাঠাইয়া, আনা'ল ডাকিয়া,
পেয়ে সেই সুসময়।
দরদী তাহার, ভুল নাই তার,
সুযোগ খুঁজিতেছিল ;
সময় পাইয়া, কুহক করিয়া,
এক চা'ল চেলে দিল।
নৈলে বল্ মোরে, ছিদ্র কুম্ভ ক'রে,
বারি কে আনিতে পারে ?
হ'য়ে বুড়ো ঢেঁকি, সেই ভেল্কী দেখি',
ভুলে গেলি একেবারে।
কুটনী হইয়া, বঁধু আনি দিয়া,
থাক্ সতী বধূ নিয়ে ;
হেথা না থাকিব, অন্যত্র যাইব,
তোর মুখে ঝাঁটা দিয়ে।
এতেক কহিয়া, হাত পা নাড়িয়া,
কুটিলা বাহিরে এলো ;
না পারি সহিতে, বকিতে বকিতে,
মা ও পিছে পিছে গেলো।

ও পোড়াকপালি, মুখে চুন কালি,
কেমনে দিলি এ ব্যথা ;
উদরেতে ধ'রে, এত বড় ক'রে,
এখন শুনিব কথা !
জানিলে এমন, খাওয়া'য়ে লবণ,
মারিতাম শিশু যবে ;
তোর কুবচন, বজ্রের মতন,
বাজিত না বুকে তবে।
যা লো দূর হ'য়ে, আমার আলয়ে,
থাকিতে দিব না আর ;
আয়ানে কহিয়া, মুখ পোড়াইয়া,
করিব যমুনা পার।
অন্তরালে থাকি', মুখে বস্ত্র ঢাকি',
সখীরা হাসিতেছিল ;
যাইতে দেখিয়া, প্রফুল্ল হইয়া,
দুয়ারে কপাট দিল।

( ২৬ )

পেয়ে সুসময়, নাপিতিনী কয়,
শোন বিধুমুখী রাই ;
চরণ দুখানি, দাও ওগো রাণি,
কামাইয়া চ'লে যাই।

হেরে রমণীরে, রাধা ফিরে' ফিরে',
দেখিতে ছিলেক তারে ;
দেখে মুখ তার, মনোদুখ ভার,
ক'মে গেল একেবারে।
আলাপ করিতে, তাহার সহিতে,
রাধার হইল মন ;
নিকটে ডাকিয়া, বসিতে বলিয়া,
ধীরে ধীরে তারে কন।
ওগো সুলোচনে, আসিয়া এক্ষণে,
যেতে কেন ব্যস্ত হ'লে ?
আসিতে আসিতে, চাইছ যাইতে,
দুটো কথা নাহি ব'লে।
রমণীর প্রথা, আছে যে সর্ব্বথা,
আসিলে নারীর কাছে ;
নানা কথা কয়, হয় পরিচয়,
কাজের কথাটি পাছে।
বলিছে রমণী, ওগো সুবদনি,
আমি কাঙ্গালিনী ছার ;
আমার মতন, অধমা এমন,
ধরাতলে নাই আর।
তোমার সহিতে, আলাপ করিতে,
আমি কি সাহস পাই ?
তব পদতলে, কিছু স্থান হ'লে,
সৌভাগ্যের সীমা নাই।

আমি নীচ অতি, নাই অন্য গতি,
করি যে নাপিতগিরি ;
রমণী চরণ, করিয়া সেবন,
এ বাড়ী সে বাড়ী ফিরি ।
শুনিনু তোমার, মহিমা অপার,
দয়ার নাহিক শেষ ;
দীন দরিদ্ররে, তোষহ আদরে,
ঘৃণার নাহিক লেশ ।
হ'য়ে তুমি রাণী, নহ অভিমানী,
অমানীরে দেহ মান ;
সুবিনয়ী হ'য়ে, থাক সব স'য়ে,
হরিগত তব প্রাণ ।
তাই ভেবে মনে, এসে বৃন্দাবনে,
তব কৃপা লাভ আশে ;
এতদিন পরে, আজ সেবা তরে,
আসিয়াছি তব পাশে ।

( ২৭ )

শ্রীমতী তখনে, ভাবে মনে মনে,
সাজ বেশে কিবা কাজ ;
যাঁর তরে সাজ, সে রাখালরাজ,
দেখিবে না এই সাজ ।

তবু ও লুকা'য়ে, লোক লাজ দায়ে,
মনোভাব আপনার ;
ঈষৎ হাসিয়া, দিল বাড়াইয়া,
চরণ দুখানি তাঁর।
পাইয়া কোমল, চরণ যুগল,
রমণী সাপটি ধরি' ;
হাসি হাসি মুখে, ভেসে মনোসুখে
তুলে নিল ক্রোড়'পরি।
পেয়ে পরশন, শ্রীরাধার মন,
কেমন কেমন হ'লো ;
বুঝিতে না পারি, নিজ ভাব প্যারী,
চুপ ক'রে ব'সে র'লো।৬
রমণী তখন, চরণ সেবন,
আন্ মনে ক'রে যায় ;
ক্ষণে কাজ করে, রাই মুখ'পরে,
ক্ষণেক ফিরিয়া চায়।
নখর কাটিয়া, খুটিয়া খাটিয়া,
হাত পা ধুইয়া দিল ;
কোমল বসনে, অতি সন্তর্পণে,
ভাল ক'রে মুছাইল।
অলক্তক দিয়া, চরণ রঙ্গিয়া,
দিল মনোমত ক'রে ;
অবনত মুখে, আপনার সুখে,
টিপি তে লাগিল পরে।

মান-মিলন।

ছাড়িতে না চায়, ধ'রে রহে তায়,
ঢেলে দিয়ে প্রাণ মন ;
দরিদ্র যেমন, পেয়ে হারাধন,
বুকে রাখে অনুক্ষণ।
কতক্ষণ পরে, ফোঁটা ফোঁটা ক'রে,
ভাসে বক্ষ অশ্রুধারে ;
শ্রীরাধা হেরিয়া, আশ্চর্য্য হইয়া,
জিজ্ঞাসা করিল তারে।
ওগো সুলোচনে, অকস্মাৎ মনে,
কি দুঃখ উদয় হ'লো ?
কাঁদিয়া অধীর, চক্ষে বহে নীর,
ইহার কারণ বলো।
নাপিতিনী ধীরে, কয় কিশোরীরে
শোন বিনোদিনী রাই ;
আমার বেদন, বোঝে হেন জন,
ত্রিভুবনে কেহ নাই।
হৃদয় নাগরে, অভিমান ভরে,
অপমান কৈনু কত ;
চরণ ধরিয়া সাধিয়া কাঁদিয়া,
গেলে স দীনের মতো।
আমার মতন, নিঠুরা এমন,
ত্রিজগতে দুটি নাই ;
সদা জ্বলে হিয়া, তাঁরে না দেখিয়া,
বাঁচিতে নাহিক চাই।

সে জ্বালা চাপিয়া, বেড়াই ঘুরিয়া,
আর কি উপায় করি ;
হৃদয় আমার, জ্বলন্ত অঙ্গার,
দিবা নিশি জ্ব'লে মরি।

( ২৮ )

শুনিয়া এ কথা, শ্রীরাধার ব্যথা,
বেড়ে গেল্লো শত গুণ ;
রহিয়া রহিয়া, দিল জ্বালাইয়া,
হৃদয়ের তুষাগুন।
কপোল বহিয়া, অশ্রু গড়াইয়া,
ভাসাইয়া দিল বুক ;
হিতাহিত জ্ঞান, হ'লো অন্তর্ধান,
শুকাইয়া গেল মুখ।
নাপিতিনী হাত, ধরিয়া হঠাৎ,
বলিতে লাগিল তারে ;
শুনিলে একথা, পাই বড় ব্যথা,
বলি ও না বারে বারে।
হিয়ার ভিতরে, অগ্নি গিরি ধ'রে,
আমিও তো আছি বসি ;
আর তো না সহে, মন প্রাণ দহে,
না হেরিয়া প্রাণ শশী।

## মান-মিলন।

তোমার মতন, আমারো সে ধন,
চলে গেছে সেধে কত ;
বজ্রের সমান, কঠিন সে মান
তবুও হ'লো না নত।
হারাইয়া তায়, করি হায়, হায়,
মন না সান্ত্বনা মানে ;
তাঁহারি ধেয়ানে, নিয়োজিয়া প্রাণে,
চেয়ে আছি পথ পানে।
যদি ভুলিয়া সে, এই পথে আসে,
সেই আশে ব'সে থাকি ;
সাধ মিটাইয়া, পিয়ারে দেখিয়া,
জুড়াব তৃষিত আঁখি।
কোন্ লাজে আর, এ মুখ আমার,
দেখাব তাঁহার কাছে ;
থাকি লুকাইয়া, আমারে দেখিয়া,
এ দিকে না আসে পাছে।
কিন্তু না হেরিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
চক্ষু হ'লো অন্ধ প্রায় ;
মৃত্যু কবে আসে, আমি সেই আশে,
ব'সে আছি নিরুপায়।
আরো কত দিন, হ'য়ে আশাধীন,
রব তাঁর পথ চেয়ে ;
না পাইলে তায়, ত্যজিব এ কায়,
যমুনার জলে যেয়ে।

এতেক বচন, কহিয়া তখন,
রাই ভাবে কি করিনু ;
পরের নিকটে, কেন অকপটে,
নিজ দোষ ঘেঁটে দিনু।
পুন ভাবে মনে, দোষ বা কেমনে,
ভয় করি আর কারে ;
কলঙ্কের ঝুলি, লইয়াছি তুলি',
সাধ ক'রে নিজ ঘাড়ে।
যেবা মন্দ কবে, তার মুখে রবে,
আমার কি হবে তায় ;
কানু প্রেম দিয়া, বেঁধেছি এ হিয়া,
এড়েছি লাজের দায়।

( ২৯ )

শুনি নাপিতিনী, রাধার কাহিনী,
হ'য়ে দুখী অতিশয় ;
শ্রীমতীর করে, রেখে নিজ করে,
গদ গদ ভাষে কয়।
তুমি ও যেমন, আমিও তেমন,
একই জ্বালায় জ্বলি ;
মনে এই আসে, থেকে তব পাশে,
দুখের কাহিনী বলি।

কিন্তু কি করিব, গৃহেতে যাইব,
পোড়া উদরের তরে ;
অভয় পাইলে, এদিকে আসিলে,
যাব পুন দেখা ক'রে।
বিদায় লইয়া, যাইতে দেখিয়া,
শ্রীমতী ধরিল হাতে ;
কাঁদিতে কাঁদিতে, আলিঙ্গন দিতে,
চমকি উঠিল তাতে।
সুখ পরশন, কানুর যেমন,
এ ও দেখে সেই মতো ;
চাহি মুখ পানে, রহে এক ধ্যানে,
হ'য়ে যেন বুদ্ধি হত।
শরীর অবশ, নয়নে আলস,
পুলকে রোমাঞ্চ গায় ;
লাগিল ঘামিতে, পড়িতে পড়িতে,
রমণী ধরিল তায়।
কহে, প্রাণ সখি, চিনিতে নার কি,
তোমার আশ্রিত দাসে ;
সহিতে না পারি, বিরহ তোমারি,
আসিয়াছি তব বাসে।
নিবেদন করি, হে প্রাণ কিশোরি,
বিমুখ করো না আর,
রাখ রাঙ্গা পায়, তোমার কালায়,
ভুলে সব দোষ তার।

( ৩০ )

বহু দিন পরে, পাইয়া নাগরে,
সবে হ'লো আত্মহারা ;
মনের উল্লাসে, সুখ নীরে ভাসে,
নয়নে বহিছে ধারা।
কোনো সহচরী, তাড়াতাড়ি করি',
ফুল আনে ডালা ভ'রে ;
যুগলে ধরিয়া, দিল সাজাইয়া,
মনের মতন ক'রে।
কুটিলার ডরে, শঙ্খ না ফুঁকরে,
নাই উলুউলু ধ্বনি ;
পাছে দূর হ'তে, শুনে কোনো মতে,
ফিরে এসে পোড়াননী।
সোহাগে গলিয়া, নিকটে আসিয়া,
দাঁড়াইয়া মনোসুখে ;
বৃন্দা সখী তবে, কহিছে মাধবে,
হাসি তো ধরে না মুখে।
বড় ভাগ্য আজ, ওহে রসরাজ,
তবু যে পড়েছে মনে ;
হারা'য়ে নাগরে, মরিবার তরে,
ছিনু মোরা আয়োজনে।

তুমি গেলে পরে, রাগ গেল প'ড়ে,
কাঁদিয়া আকুল রাই ;
অজ্ঞান হইয়া, রহিল পড়িয়া,
মোরা ধ'রে নিয়ে যাই।
কত যে খুঁজিনু, দেখা না পাইনু,
কোথা ছিলে ব্রজ ছাড়ি' ?
এলে আরো পরে, দেখিতে কি ক'রে,
মরিলে বিরহী নারী ?
রাধা বিনোদিনী, শ্যাম প্রেমাধিনী,
কে না জানে এই কথা ;
ছেড়ে সহকারে, বাঁচিতে কি পারে,
তাহার আশ্রিত লতা ?

( ৩১ )

হাসিয়া হাসিয়া, কহে বিনোদিয়া,
বিনোদিনী কর ধরি' ;
হারা'য়ে তোমায়, পাগলের প্রায়,
ছিনু আমি প্রাণেশ্বরি।
তোমার মতন, নিঠুরা কজন,
আছে বলো ধরাতলে ;
কোন্ প্রাণ ধ'রে, জ্বালায়েছ মোরে,
তোমার বিরহানলে ?

বিহনে তোমার, সব অন্ধকার,
দেখিতাম নিশি দিন ;
নয়নের তারা, হ'য়ে জ্যোতিঃ হারা,
করেছিল দৃষ্টি হীন।
ত্যজিয়াছি ধড়া, গুঞ্জ মালা ছড়া,
ত্যজিয়াছি চূড়া বাঁশী ;
শুধু তব নাম, জপি' অবিরাম,
হয়েছিনু বনবাসী।
তুমি প্রাণাধার, সংসারের সার,
প্রেম সাগরের তরী ;
তরঙ্গে তরঙ্গে, খেলাইব রঙ্গে,
তোমারে আশ্রয় করি'।
তুমি তো ভকতি, তুমি তো মুকতি,
তুমি তো আমার সব ;
না হেরে তোমায়, এত দিন হায়,
হ'য়ে ছিনু আমি শব।
কভু বিদেশিনী, কভু বনিকিনী,
কভু বা সন্ন্যাসী বেশে ;
বিরহ অনল, করিতে শীতল,
দেখিয়া যেতাম এসে।
পরিচয় দিতে, ভয় হ'তো চিতে,
পাছে দাও তাড়াইয়া ;
তা হ'লে কেমনে, হেরি' প্রাণ ধনে,
জুড়াতাম তপ্ত হিয়া।

বিধাতার বরে, তব সুনজরে,
পড়িয়া গেলাম আজ ;
বহু যুগ পরে, পুন দিলে মোরে,
চরণ সেবার কাজ।
কানু গলে ধরি', কহিছে কিশোরী,
অশ্রু ঝরে দুনয়নে ;
মোর মাথা খাও, সব ভুলে যাও,
রাখিও না কিছু মনে।
দুষ্ট মান দায়, উপেক্ষি তোমায়,
অন্যায় করেছি কত ;
আপনার দোষে, শেষে আপ্ শোষে,
মরিতেছি অবিরত।
তুমি যে আমার, তাই অধিকার,
তোমার উপরে চলে ;
কত অত্যাচার, করি বার বার
আমার আপন ব'লে।
কিন্তু আমি ছার, হইয়া তোমার,
করিতে নারিনু সেবা ;
ভাবি মনে মনে, এ তিন ভুবনে,
হেন অভাগিনী কেবা !
অল্প বুদ্ধি নারী, আমি হে মুরারি,
পদে পদে দোষ হবে ;
পেয়ে সেই দোষ, যদি কর রোষ,
কেমনে বাঁচিব তবে ?

পলক বিরহে, ধৈর্য্য নাহি রহে,
কত যুগ মনে হয় ;
হৃদয় মাঝারে, হেরি যে তোমারে,
তাই তো পরাণ রয়।
একে পরাধিনী, তাহে কাঙ্গালিনী,
আমার কিছুই নাই ;
বহু পুণ্য ফলে, তব পদতলে,
পাইয়াছি চির ঠাঁই।
নয়ন চকোর, হইয়া বিভোর,
করে তব রূপ পান ;
না পেলে তোমারে, বল কি প্রকারে,
বাঁচিবে তাহার প্রাণ ?
তুমি মম এক, তোমার অনেক,
আছয়ে তোমার হাতে ;
তোমা ছাড়া হ'লে, আমি-ই যাব জ্ব'লে,
তোমার কি হবে তাতে।
ওহে প্রাণপতি, করি হে মিনতি,
ক্ষম এ আশ্রিত জনে ;
তব রাধিকায়, রেখো সদা পায়,
দাসী আমি শ্রীচরণে।
এতেক কহিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
রহিল চরণে পড়ি' ;
রাধিকা মোহন, ধরিয়া তখন,
উঠাইল ত্বরা করি'।

সুখ আলিঙ্গনে, রহিল দুজনে,
কতক্ষণ আন মনে ;
শ্রীকৃষ্ণ তখন, করিল চুম্বন,
শ্রীরাধার প্রেমাননে।
শ্যাম মায়া করি', সৃজিল বাঁশরী,
ধড়া চূড়া সাজ যত ;
সখীরা মিলিয়া, দিল সাজাইয়া,
তাদের মনের মতো।
পাশা পাশি ক'রে, দাঁড়াইল যোড়ে,
শোভার তুলনা নাই ;
দক্ষিণে নাগর, রসের আকর,
বামে প্রেমময়ী রাই।
চরণ উপরি, চরণ শ্রীহরি,
রাখিল ভাঙ্গিমা ক'রে ;
শ্রীরাধা চরণ, করিতে বন্দন,
চূড়া বামে হেলে পড়ে।
রূপের তুলনা, নাই অন্য জনা,
তাঁরাই তাঁদের তুল,
জলদের পাশে, চপলা যে হাসে,
সে ও নহে সমতুল।
অধরে মুরলী, রাধে রাধে বলি',
ঘোষিছে রাধার জয় ;
প্রেয়সীর মান, বাড়াইতে কান,
নিজে মানে পরাজয়।

উভয়ের মনে, ভাঙ্গিয়া বাঁধনে,
প্রেমের তরঙ্গ বহে ;
গলাগলি করি', নাগর নাগরী,
সুখেতে ভাসিয়া রহে।
নয়নে দোঁহার, নয়ন আসার,
বহিল কপোল বেয়ে ;
দোঁহার বদন, নেহারি' দুজন,
এক দিঠে র'লো চেয়ে।
মধুর আকাশ, মধুর প্রকাশ,
বহিছে মধুর বায় ;
মধুর কুসুম, মধুর কুঙ্কুম,
পড়িছে মধুর গায়।
মধুর শাখীতে, মধুর পাখীতে,
করিছে মধুর রব ;
মধুর বসন, মধুর ভূষণ,
মধুর মধুর সব।
মধুর কান্তার, মধুর পাথার,
মধুর যমুনা বারি ;
মধুর ভূধর, মধুর নগর,
মধুময় দিক চারি।
মধুরে মধুর, অতি সুমধুর,
মধুর মিলন হ'লো ;
মধুর অঙ্গেতে, মধুর রঙ্গেতে,
দুঁহু অঙ্গ মিশে র'লো।

যত সব আলি, দিয়ে করতালি,
নেচে নেচে গান গায় ;
রঙ্গ রসে ভেসে, মৃদু মৃদু হেসে,
মধুর চাহনি চায়।
প্রেমে মাতোয়ারা, হইল তাহারা,
হেরিয়া যুগল ঠাম ;
পেয়ে প্রাণ ধনে, পূর্ণ এতক্ষণে,
রাধিকার মনস্কাম।

---

রাধিকা মোহন, রাধিকা জীবন,
রাধিকা রমণ কান ;
রাধিকার সনে, নিখিলের মনে,
পরাশান্তি কর দান।

ইতি।